Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmrbbd@gmail.com

Falgun 07, 1430 Bangla, February 20, 2024, Tuseday, No. 51, 54th year

H I G H L I G H T S

PM Sheikh Hasina calls upon AL members living in Europe to counter the conspiracy against the prosperity of BD. Adds, "Every expatriate should act as an ambassador of BD. (VOA: 5)

AL GS Obaidul Quader comments, inviting PM and her participation in speech at Munich Security Conference highlights the importance of Bangladesh. (R. Today: 12, Jago FM: 15)

Foreign Minister Hasan Mahmud informs parliament, 9,370 BD people are detained in foreign prisons. Among them, maximum 5,746 people are detained in KSA and turkey is in 2nd position with 508. (R. Today: 12)

BD ranks 163rd position among 180 countries in global media index. State Minister for Information and Broadcasting Mohammad Ali Arafat comments this report is out of reality. (VOA: 7, Jago FM: 16)

Singapore's former foreign minister George Yeo says, if Bangladesh gives too much priority to the Rohingya issue, the advancement of Bangladesh-ASEAN relations may be disrupted. (VOA: 8)

The situation in Myanmar is still turbulent. Hundreds of Rohingyas have gathered in border areas as they fear that junta forces may carry out raids across Rakhine State in the ongoing war in Myanmar. (R. Tehran: 9)

BNP Leader RK Rizvi comments, govt can not control market due to AL syndicate. Common people are burning in fire of commodity prices, whereas govt people are swimming in the pool of wealth. (. Today: 13, Jago FM: 17)

BNP Leader Mirza Abbas is released after 111 days in prison. Coming out of jail, Abbas says, our movement for liberation of democracy will continue. Many activists are still in jail. (R. Today: 12)

New Delhi has allowed export of onions to BD in limited quantities based on recommendation of Indian Ministry of External Affairs. (R. Today: 12)

BEA says, 87 percent of rich and upper middle class do not pay income tax. They are evading the tax due to inefficiency of tax administration and in connivance with some tax officials. (DW: 10-11)

Bangladesh Bank has further relaxed the loan write-off policy as part of its roadmap to 'artificially' reduce the amount of non-performing loans in the banking sector. (DW: 10)

Director: 44813046 **Deputy News Controller: 44813048, 44813179** **Assistant News Controller: 44813047, 44813178**

মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা
ফাল্গুন ০৭, ১৪৩০ বাংলা, ফেব্রুয়ারি ২০, ২০২৪, মঙ্গলবার, নং- ৫১, ৫৪তম বছর

শিরোনাম

বাংলাদেশের সমৃদ্ধির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করার জন্য ইউরোপে বসবাসকারী আওয়ামী লীগ সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা। "প্রত্যেক প্রবাসীকে বাংলাদেশের একজন দূত হিসেবে কাজ করতে হবে।" (ভোয়া: ৫)

মিউনিখ নিরাপত্তা সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীকে নিমন্ত্রণ এবং তাঁর বক্তব্যে অংশ নেওয়া বাংলাদেশের গুরুত্বকেই তুলে ধরে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের।
(রে. টুডে: ১২, জাগো এফ এম: ১৫)

বিদেশের কারাগারে ৯ হাজার ৩৭০ বাংলাদেশি আটক রয়েছেন বলে জাতীয় সংসদে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছান মাহমুদ। এর মধ্যে সৌদি আরবের কারাগারে সর্বোচ্চ ৫ হাজার ৭৪৬ জন আটক আছেন। তুর্কিতে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৫০৮ জন বন্দি রয়েছেন। (রে. টুডে: ১২)

বৈশ্বিক গণমাধ্যম সূচকে ১৮০টি দেশের মধ্যে এবার বাংলাদেশের অবস্থান ১৬৩তম। আরএসএফ-এর এ প্রতিবেদন বাস্তবতা বহির্ভূত বলে মন্তব্য করেছেন তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত।
(ভোয়া: ৭, রে. তেহরান: ৯, জাগো এফ এম: ১৬)

সিঙ্গাপুরের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী জর্জ ইয়েও বলেছেন, রোহিঙ্গা ইস্যু প্রাধান্য পেলে বাংলাদেশ-আসিয়ান সম্পর্ক উন্নয়ন ব্যাহত হতে পারে। (ভোয়া: ৮)

মিয়ানমারের পরিস্থিতি এখনো অশান্ত। মিয়ানমারে চলমান যুদ্ধে জান্তা বাহিনী রাখাইন রাজ্যজুড়ে সাঁড়াশি অভিযান চালাতে পারে এ আশঙ্কায় সীমান্তে এলাকায় জড়ো হয়েছে শত শত রোহিঙ্গা। (রে. তেহরান: ৯)

আওয়ামী লীগের সিন্ডিকেটের কারণে বাজারে সরকারের নিয়ন্ত্রণ নেই বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। তিনি বলেন, বাজারে দ্রব্যমূল্যের আগুনে পুড়ছে সাধারণ মানুষ আর অর্থ বিত্তের পুকুরে সাঁতার কাটছে সরকারের লোকজন।' (রে. টুডে: ১৩, জাগো এফ এম: ১৭)

১১১ দিন কারাভোগের পর বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস মুক্তি পেয়েছেন। জেল থেকে বের হয়ে মির্জা আব্বাস বলেন, আমাদের গণতন্ত্র মুক্তির আন্দোলন চলবে। জেলে অনেক কর্মী এখনও বন্দি। (রে. টুডে: ১২)

ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুপারিশের ভিত্তিতে বাংলাদেশে সীমিত পরিমাণে পেঁয়াজ রপ্তানির অনুমতি দিয়েছে নয়াদিল্লি। (রে. টুডে:১২)

ধনী এবং উচ্চ মধ্যবিত্তদের শতকরা ৮৭ ভাগ আয় কর দেন না বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি। তারা বলছে, কর প্রশাসনের অদক্ষতা এবং কিছু কর্মকর্তার সঙ্গে যোগসাজশ করে তারা এই কর ফাঁকি দিচ্ছেন।
(ডয়েচে ভেলে: ১০-১১)

ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণের পরিমাণ 'কৃত্রিমভাবে' কমিয়ে আনার রোডম্যাপের অংশ হিসেবে ঋণ অবলোপন নীতিমালা আরও শিথিল করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। (ডয়েচে ভেলে: ১০)

বিবিসি

অধ্যাপক ইউনূসের হাতে গড়া সাতটি প্রতিষ্ঠানের কোনটির কাজ কী? সম্পদই বা কত?

বাংলাদেশে গ্রামীণ ব্যাংকের সাথে নোবেলজয়ী অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হওয়ার পর থেকেই তার প্রতিষ্ঠিত সাতটি প্রতিষ্ঠান নিয়ে বেশ আলোচনা হতে দেখা যাচ্ছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে গ্রামীণ টেলিকম, গ্রামীণ কল্যাণ, গ্রামীণ ফান্ড, গ্রামীণ মৎস্য ফাউন্ডেশন, গ্রামীণ উদ্যোগ, গ্রামীণ সামগ্রী এবং গ্রামীণ শক্তি। কিন্তু এসব প্রতিষ্ঠান কখন, ঠিক কী উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল? এগুলোর কাজই বা কী? সম্পদের পরিমাণই বা কত? দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় মোবাইল অপারেটর কোম্পানি গ্রামীণ ফোনে প্রায় ৩৪.২০% শতাংশ মালিকানা রয়েছে গ্রামীণ টেলিকমের। বর্তমানে গ্রামীণ টেলিকমের তহবিলে প্রায় সাড়ে চার হাজার কোটি টাকা রয়েছে বলে জানিয়েছেন কর্মকর্তারা। এছাড়া গ্রামীণ ফান্ডের তহবিলে রয়েছে প্রায় ১৬ কোটি টাকা। "বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও কল্যাণের লক্ষ্যে ড. ইউনূস গত তিন দশকের বিভিন্ন সময়ে এসব প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন", বিবিসি বাংলাকে বলেন অধ্যাপক ইউনূসের উপদেষ্টা নূর জাহান বেগম। প্রতিষ্ঠানগুলো বাংলাদেশের কোম্পানি আইনের ২৮ ধারা অনুযায়ী গঠিত। ফলে সবক'টিই অলাভজনক। মূলত সদস্যদের অনুদানেই সেগুলোর কার্যক্রম পরিচালিত হয়। তবে তাদের কেউই লাভের টাকা নিতে পারেন না, বরং সামাজিক বিভিন্ন কল্যাণমূলক কাজে সেই অর্থ ব্যবহার করা হয়। "আইনে যেটি বলা হয়েছে, সেটির সাথে ড. ইউনূসের সামাজিক ব্যবসার ধারণার মিল রয়েছে।" বিবিসি বাংলাকে বলেন নূর জাহান বেগম। "এমন কী তিনি এবং প্রতিষ্ঠানগুলোর বোর্ড মেম্বারদের কেউই বেতন-ভাতা নেন না", আরও জানান তিনি।

অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এসব প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান পদে রয়েছেন। তবে পরিচালনার জন্য প্রতিটি প্রতিষ্ঠানেরই ভিন্ন ভিন্ন পর্ষদ রয়েছে। গত দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে ওই সাতটি প্রতিষ্ঠান অধ্যাপক ইউনূসের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তবে সম্প্রতি তিনি অভিযোগ করেছেন যে, গ্রামীণ ব্যাংক সেগুলো 'জবরদখল' করে নিচ্ছে। যদিও প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের টাকায় গড়ে তোলা হয়েছে বলে দাবি করে গ্রামীণ ব্যাংক বলছে, আইন মেনেই সেগুলোর নিয়ন্ত্রণ নেওয়া হয়েছে। দ্বন্দ্বের শুরু সেখানেই।

চলুন, এবার জেনে নেওয়া যাক অধ্যাপক ইউনূসের আলোচিত ওই সাতটি প্রতিষ্ঠানের কোনটি কী ধরনের কাজ করছে?

দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় মোবাইল অপারেটর কোম্পানি গ্রামীণ ফোনে প্রায় ৩৪.২০% শতাংশ মালিকানা রয়েছে গ্রামীণ টেলিকমের। ফলে গ্রামীণ ফোনের মুনাফার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ প্রতি বছর গ্রামীণ টেলিকমের তহবিলে যোগ হয়। বর্তমানে গ্রামীণ টেলিকমের তহবিলে প্রায় সাড়ে চার হাজার কোটি টাকা রয়েছে বলে জানিয়েছেন কর্মকর্তারা। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য-সহ অন্যান্য সেবামূলক কাজে এই টাকা খরচ করা হয়ে থাকে বলেও জানিয়েছেন প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তারা। ১৯৯৫ সালের ১৬ই অক্টোবর একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে এটি যাত্রা শুরু করে। দেশের প্রত্যন্ত এলাকায় দরিদ্র মানুষের কাছে টেলিযোগাযোগ সেবা পৌঁছে দিয়ে তাদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যেই এটি কাজ শুরু করে বলে প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে। "আমরা এমন একটি সময় এটি শুরু করি, যখন গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষ টেলিফোন বা মোবাইলের কথা ভাবতেও পারত না", বিবিসি বাংলাকে বলেন অধ্যাপক ইউনূসের প্রায় পাঁচ দশকের সহকর্মী ও বর্তমান উপদেষ্টা নূর জাহান বেগম। "তখন স্বল্পমূল্যে তাদের কাছে আমরা এই সেবা পৌঁছে দিতে চেয়েছি, যাতে ব্যবসা-বাণিজ্যের পাশাপাশি জরুরি প্রয়োজনেও তারা দূর-দূরান্তে সহজেই যোগাযোগ করতে পারে", জানান তিনি। লক্ষ্য বাস্তবায়নে গ্রামীণ টেলিকম পরবর্তীতে গণফোন এবং নরওয়েজিয়ান বহুজাতিক টেলিযোগাযোগ কোম্পানি 'টেলিনর' সাথে মিলে 'গ্রামীণ ফোন' প্রতিষ্ঠা করে। "প্রতিষ্ঠার পর আমরা সারা দেশে প্রায় ১৮ লাখ নারীকে স্বল্পমূল্যের কিস্তিতে মোবাইল ফোন দিয়েছি, যেগুলো দিয়ে তারা মাসে গড়ে সাড়ে চার হাজার টাকা করে বাড়তি উপার্জন করেছে", বিবিসি বাংলাকে বলেন মিজ নূর জাহান।

মূলত: নব্বই দশকের শেষের দিক থেকে দেশের বিভিন্ন এলাকার হাট-বাজারে কথা বলার জন্য ছোট ছোট দোকান গড়ে উঠতে থাকে। সেগুলো 'পল্লী ফোন' হিসেবেই বেশি পরিচিত ছিল। সাধারণত গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্যরাই এ ধরনের দোকানের মালিক হতে পারতেন। বর্তমানে সারা দেশেই মোবাইল ফোন সহজলভ্য হওয়ায় 'পল্লী ফোনে'র চাহিদা অনেকটাই কমে গিয়েছে। তবে গ্রামীণ ফোন থেকে এখনও লাভের টাকা পাচ্ছে গ্রামীণ টেলিকম। যদিও ২০২০ সালে কর্মীদের ছাঁটাই করে বেশ বেকায়দায় পড়ে যায় প্রতিষ্ঠানটি। হাইকোর্টের রায়ে পরবর্তীতে প্রায় ৪৩৭ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হয়েছে গ্রামীণ টেলিকমকে। এখানেই শেষ নয়। একই ঘটনায় শ্রম আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে গ্রামীণ টেলিকমের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস-সহ চার জনকে ছয় মাসের কারাদণ্ড ও জরিমানা দিয়েছে ঢাকার একটি শ্রম আদালত।

গ্রামীণ টেলিকমের মতো গ্রামীণ কল্যাণও একটি অলাভজনক সামাজিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৯৬ সালের ছয়ই নভেম্বর। প্রতিষ্ঠানটি মূলত: স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতের মাধ্যমে দারিদ্র নিরসনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে বলে

এর ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে। "১৯৯১ সালের একটি গবেষণায় আমরা দেখতে পাই যে, ২৭ শতাংশ মানুষের দারিদ্রসীমার নীচে থাকার মূলে রয়েছে তাদের স্বাস্থ্যগত সমস্যা", বিবিসি বাংলাকে বলেন নূর জাহান বেগম। তিনি আরও বলেন, "ড. মুহাম্মদ ইউনূস তখনই এ সমস্যা সমাধানে ১৯৯৩ সালে একটি প্রকল্পের আওতায় পরীক্ষামূলকভাবে আটটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র চালু করেন। সেটি সফল হওয়ার পর গ্রামীণ কল্যাণ সৃষ্টি করা হয়।"

নূর জাহান বেগম নিজেও এক সময় কর্মকর্তা হিসেবে গ্রামীণ কল্যাণের বিভিন্ন প্রকল্পে সরাসরি কাজ করেছেন। সারা দেশে প্রায় পাঁচ হাজার গ্রামে বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির ১৪৪টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে বলে জানিয়েছেন কর্মকর্তারা। শুরুতে গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্যদের জন্য এসব স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গড়ে তোলা হলেও বর্তমানে সবাই সেবা নিতে পারেন। এক্ষেত্রে দুই থেকে তিনশ' টাকার একটি স্বাস্থ্যকার্ড নিয়ে একটি পরিবার সারা বছর জুড়ে সেবা নিতে পারেন বলে জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। পাশাপাশি দরিদ্র ও প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য শিক্ষা ও বৃত্তির ব্যবস্থা করে থাকে গ্রামীণ কল্যাণ।

কর্মকর্তারা আরও জানিয়েছেন যে শুরুতে দাতাদের অর্থে গঠিত 'সোশ্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট ফান্ডে'র টাকায় কার্যক্রম শুরু করলেও বর্তমানে নিজস্ব আয়েই প্রতিষ্ঠানটি চলছে। পাশাপাশি গ্রামীণ টেলিকম থেকেও তারা অনুদান নিয়ে থাকে বলে জানানো হয়েছে। ১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত গ্রামীণ ফান্ডের তহবিলে বর্তমানে ১৬ কোটি টাকা রয়েছে বলে জানিয়েছেন কর্মকর্তারা। মূলত: গ্রামীণ ব্যাংকের যেসব সদস্য মাঝারি বা বড় আকারের ঋণ নিয়ে অভিনব এবং প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবসা করতে চান, তাদেরকে সহায়তা করার জন্যই গ্রামীণ ফান্ড প্রতিষ্ঠা করা হয়। শুরুতে দাতাদের অর্থেই এই ফান্ড গঠিত হয়। পরবর্তীতে এই ফান্ডের তহবিল দাঁড়ায় প্রায় ৪৯ কোটি টাকা। তবে ২০১০ সাল পর্যন্ত এই ফান্ডের ঋণ কার্যক্রম নিয়মিত ছিল বলে জানিয়েছেন কর্মকর্তারা। এরপর নানা কারণে ধীরে ধীরে ঋণ কার্যক্রমের পরিধি কমিয়ে আনা হয়।

আর করোনা মহামারির পর ঋণ কার্যক্রমটি একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হয়। গ্রামীণ সামগ্রী প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৯৬ সালের ১৫ জানুয়ারি। পুনরুজ্জীবিত করে তোলার মাধ্যমে বাংলাদেশের তাঁত শিল্পকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়াই প্রতিষ্ঠানটির লক্ষ্য বলে ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে। এই লক্ষ্য পূরণে সারা দেশে দুই শতাধিক তাঁতিতে এক ছাতার তলায় নিয়ে আসে গ্রামীণ সামগ্রী। "এটি করার মাধ্যমে একদিকে যেমন বাংলাদেশের তাঁতবস্ত্র বিশ্ববাজারে ঢুকতে পেরেছে, তেমন দরিদ্র তাঁতিরাও আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হয়েছে", বিবিসি বাংলাকে বলেন অধ্যাপক ইউনূসের আরেক উপদেষ্টা ইমামুস সুলতান। দেশে-বিদেশে এসব কাপড় 'গ্রামীণ চেক' নামে বেশ পরিচিতি লাভ করে। এই ব্র্যান্ডে আড়াই হাজারেও বেশি ডিজাইনের কাপড় রয়েছে বলে ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে। এ পর্যন্ত ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৫ মিলিয়ন ইয়ার্ডের বেশি গ্রামীণ চেকের কাপড় রপ্তানি করা হয়েছে বলেও সেখানে জানানো হয়েছে।

যদিও দেশের বাজারে গ্রামীণ চেকের বিক্রয়কেন্দ্রগুলো কয়েক বছর আগে ধীরে ধীরে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এরপর গ্রামীণ সামগ্রী নামেই বিভিন্ন স্থানে এখন পর্যন্ত ২১টির বিক্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে। এর বাইরে যৌথ অংশীদারিত্বে বেশ কিছু বিক্রয়কেন্দ্র রয়েছে বলে জানানো হয়েছে। গ্রামীণ সামগ্রীর লাভের টাকায় সংশ্লিষ্ট তাঁতি পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা হয়। পাশাপাশি ওইসব পরিবারের ছেলেমেয়েদের জন্য শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করা হয় বলেও জানিয়েছেন প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তারা।

অন্যদিকে, তিন দশক আগে গ্রামীণ উদ্যোগও একই উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে বলে জানা যায়। তবে গ্রামীণ সামগ্রীর কার্যক্রম বাড়তে থাকায় ধীরে ধীরে গ্রামীণ উদ্যোগ বন্ধ হয়ে যায়। এক সময়ে লাভজনক এই প্রতিষ্ঠান গত কয়েক বছরে প্রায় ৩৫ কোটি টাকা লোকসান গুনেছে বলে জানিয়েছেন কর্মকর্তারা। ১৯৯৬ সালে গ্রামীণ শক্তির যাত্রা শুরু হয়। এরপর স্বল্প সুদের কিস্তিতে সারা দেশে প্রায় ১০ লাখ সোলার প্যানেল বসানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন কর্মকর্তারা। গত শতকের নব্বইয়ের দশকের শুরুর দিকে বাংলাদেশের ৪০ শতাংশেরও বেশি মানুষের ঘরে বিদ্যুৎ ছিল না। এমন পরিস্থিতিতে প্রত্যন্ত এলাকায় সোলার প্যানেল বসানো উদ্যোগ নেন অধ্যাপক ইউনূস। "বিদ্যুৎ না থাকায় তখন সন্ধ্যার পর গ্রামগঞ্জে মানুষের ব্যবসা বাণিজ্য চালানো কঠিন ছিল। সেই সমস্যা সমাধানেই গ্রামীণ শক্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়", বিবিসি বাংলাকে বলেন নূর জাহান বেগম। শুরুতে বেশ চাহিদা থাকায় লাভে ছিল গ্রামীণ শক্তি।

তবে পরবর্তীতে প্রত্যন্ত এলাকাগুলোতে যতই বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছেছে, ততই সোলার প্যানেলের চাহিদা কমেছে বলে জানিয়েছেন কর্মকর্তারা। ফলে এতদিন যেগুলো বসানো হয়েছে, এখন সেগুলোই দেখভাল ও মেরামত করাই এখন প্রতিষ্ঠানটির মূল কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত এই ফাউন্ডেশনের প্রধান লক্ষ্য ছিল মাছ চাষের মাধ্যমে অভাবী মানুষকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলা। এ লক্ষ্যে তারা সরকারি মালিকানায় থাকা বড় বড় পুকুর ও দীঘির ইজারা নিয়ে থাকে। এরপর স্থানীয় দরিদ্র মানুষের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে মাছ চাষ করে। এক্ষেত্রে মাছ চাষের পুরো খরচ বহন করে গ্রামীণ শক্তি ফাউন্ডেশন। মাছ বড় হলে সেটি দুই ভাগ করে একভাগ চাষীদের দেওয়া হয়। এভাবে ভাগে মাছ চাষ করে ২০১০ সাল পর্যন্ত কয়েক কোটি টাকা লাভ হয়েছে জানিয়েছেন কর্মকর্তারা। তবে এরপর হঠাৎ ফাউন্ডেশনের কাছে জলাভূমি ইজারা দেওয়া বন্ধ করে দেয় সরকার। মূলত সে কারণেই এখন গ্রামীণ মৎস্য ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমে স্থবিরতা নেমে এসেছে বলে জানিয়েছেন প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তারা।

(বিবিসি ওয়েব পেজ:১৯.০২.২০২৪ রিহাব)

ভয়েস অফ আমেরিকা

রোহিঙ্গা শরণার্থীরা এখন বাংলাদেশের বোঝা, বললেন ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী মহিববুর রহমান

রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়ে বাংলাদেশ যে উদারতা দেখিয়েছে, এখন তা দেশের অর্থনীতির জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে; এমন মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী মো. মহিববুর রহমান। সোমবার (১৯ ফেব্রুয়ারি) রাজধানী ঢাকায় গুলশানে, ইন্টারন্যাশনাল রেস্কিউ কমিটি আয়োজিত আলোকচিত্র প্রদর্শনীতে, প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রতিমন্ত্রী এ মন্তব্য করেন। ত্রান প্রতিমন্ত্রী বলেন, সাত বছরের বেশি সময় ধরে, মিয়ানমার থেকে বিতাড়িত ১০ লাখের বেশি রোহিঙ্গা নাগরিক কক্সবাজার উপকূলে আশ্রয় নিয়েছে। ২০১৭ সালে স্থানীয় জনগণের সহায়তায় বাংলাদেশ সরকার তাদের উদারভাবে গ্রহণ করে আশ্রয় দিয়েছে। এই উদারতা এখন বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য একটি বড় আকারের বোঝায় পরিণত হয়েছে। "শরণার্থীদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতি ও বিদেশি সাহায্য হ্রাস পাওয়ায়, এদের জন্য বাংলাদেশের খরচের পরিমাণ প্রতিনিয়ত বাড়ছে;" জানান ত্রান প্রতিমন্ত্রী। তিনি যোগ করেন, পাশাপাশি শরণার্থীদের আগমনের কারণে স্থানীয় চাকরির বাজারে এর প্রভাব পড়েছে। শ্রমিকের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় শ্রমের মূল্য কমেছে। ফলে স্থানীয় শ্রমিকদের কাজের সুযোগ কমে গেছে। "দীর্ঘদিন ধরে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের উপস্থিতি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও নিরাপত্তার জন্য মারাত্মক চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে;" আরো বলেন বাংলাদেশের ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী। প্রতিমন্ত্রী মহিববুর রহমান বলেন, কোনো ধরনের সমাধানে না আসা পর্যন্ত এই সমস্যা আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে রাখবে। শরণার্থীদের মিয়ানমারে প্রত্যাবসনের সিদ্ধান্ত এখনো অনিশ্চিত থাকায়, নানা ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে, যার মধ্যে রয়েছে, সীমান্ত-অপরাধ; যেমন মাদক ও মানব পাচার। "এই সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান হলো নিরাপদে, স্বেচ্ছায় ও স্থায়ীভাবে রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে প্রত্যাবসন নিশ্চিত করা;" উল্লেখ করেন প্রতিমন্ত্রী মহিববুর রহমান। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ২০.০২.২০২৪ এলিনা)

বাংলাদেশের সমৃদ্ধির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করুন, প্রবাসীদের প্রতি শেখ হাসিনা

বাংলাদেশের সমৃদ্ধির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করার জন্য ইউরোপে বসবাসকারী আওয়ামী লীগ সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা। রবিবার (১৮ ফেব্রুয়ারি) বিকালে জার্মানির মিউনিখে, সফরকালীন আবাসে অল ইউরোপিয়ান প্রবাসী আওয়ামী লীগ নেতাদের সঙ্গে মত বিনিময় করেন শেখ হাসিনা। এ সময় তিনি এ আহ্বান জানান।

প্রবাসী বাংলাদেশিদের সঠিক তথ্য দিয়ে বাংলাদেশের উন্নয়ন সম্পর্কে যথাযথভাবে অবহিত করতে প্রবাসী নেতাদের অনুরোধ করেন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী। "কিছু মানুষ দেশের উন্নয়ন ও গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা চায় না। তারা মিথ্যা তথ্য দিয়ে দেশের সমৃদ্ধির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে;" শেখ হাসিনা বলেন। তিনি আরো বলেন, "প্রবাসী বাংলাদেশিদের কাছে আপনাদের সঠিক তথ্য তুলে ধরতে হবে এবং ষড়যন্ত্রের জবাব দিতে হবে।" স্বাগতিক দেশের নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে এবং বাংলাদেশের প্রকৃত চিত্র সম্পর্কে তাদের অবহিত করতে প্রবাসী ইউরোপীয় আওয়ামী লীগ নেতাদের নির্দেশ দেন শেখ হাসিনা। "প্রত্যেক প্রবাসীকে বাংলাদেশের একজন দূত হিসেবে কাজ করতে হবে;" যোগ করেন তিনি। বলেন, কিছু বাংলাদেশি বিদেশের মাটিতে দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা করে।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী প্রবাসী নেতাদের আরো বলেন, "সতর্ক থাকুন যাতে তারা এটা করতে না পারে।" সরকার বাংলাদেশে ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং বেশ কয়েকটি হাইটেক পার্ক প্রতিষ্ঠা করছে বলে উল্লেখ করেন শেখ হাসিনা। প্রবাসী বাংলাদেশিদের, বাংলাদেশে ব্যক্তিগতভাবে অথবা বিদেশি অংশীদারদের সঙ্গে বিনিয়োগ করার আহ্বান জানান তিনি। "আপনি আপনার বিনিয়োগ অংশীদারদের খুঁজে বের করে বাংলাদেশে বিনিয়োগ করতে পারেন। প্রবাসী বাংলাদেশিরা এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে; বলেন শেখ হাসিনা। দেশের সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে সরকারের পদক্ষেপের কথা তুলে ধরেন শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, "আমরা তৃণমূল পর্যন্ত উন্নয়ন নিশ্চিত করেছি।" বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছে এবং ২০২৬ সালে উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হওয়ার পথে যাত্রা শুরু করবে বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশের যাত্রা মসৃণ করতে, প্রবাসী বাংলাদেশিরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন বলে উল্লেখ করেন তিনি।

শেখ হাসিনা বলেন, "আমরা ২০৪১ সাল নাগাদ বাংলাদেশকে একটি উন্নত, সমৃদ্ধ ও স্মার্ট বাংলাদেশে পরিণত করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছি।"জার্মানিতে তিন দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত মিউনিখ নিরাপত্তা সম্মেলনে যোগদান শেষে, দেশে ফিরেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সোমবার (১৯ ফেব্রুয়ারি) বেলা ১১টায় তিনি ঢাকা পৌঁছান। গত মাসের (৭জানুয়ারি) অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জয়লাভের পর, এটা ছিলো তার প্রথম বিদেশ সফর। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার সফরসঙ্গীদের বহনকারী বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি নিয়মিত ফ্লাইট স্থানীয় সময় রাত ৯টা ৮ মিনিটে, মিউনিখের মুচেন ফ্রাঞ্জ জোসেফ স্ট্রাউস বিমানবন্দর ত্যাগ করে। বেলা ১১টায় ফ্লাইটটি ঢাকার হযরত

শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ১৫ ফেব্রুয়ারি মিউনিখের উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেন।

মিউনিখে অবস্থানকালে শেখ হাসিনা মিউনিখ নিরাপত্তা সম্মেলনে যোগ দেন এবং সম্মেলনের ফাঁকে বেশ কয়েকজন বিশ্ব নেতার সঙ্গে বৈঠক করেন। জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শলজ, ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি, নেদারল্যান্ডসের প্রধানমন্ত্রী মার্ক রুট, আজারবাইজানের প্রেসিডেন্ট ইলহাম আলিয়েভ, কাতারের প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ বিন আবদুল রহমান আল-থানি এবং ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী মেটে ফ্রেডেরিকসেন এর সঙ্গে বৈঠক করেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। এছাড়া, ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর, সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও নারী রাজনৈতিক নেতাদের (ডব্লিউপিএল) সভাপতি সিলভানা কোচ-মেহরিন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) মহাপরিচালক পেড্রোর আধানম গেব্রিয়েসাস, মেটার গ্লোবাল অ্যাফেয়ার্সের প্রেসিডেন্ট ও যুক্তরাজ্যের সাবেক উপ-প্রধানমন্ত্রী স্যার নিক ক্লেগ শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সফর কালে, জার্মানি ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বসবাসরত বাংলাদেশিদের দেয়া একটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দেন শেখ হাসিনা। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ১৯.০২.২০২৪ এলিনা)

শহীদ দিবসে সুনির্দিষ্ট কোনো নিরাপত্তা হুমকি নেই : ডিএমপি কমিশনার

মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসকে কেন্দ্র করে সুনির্দিষ্ট কোনো নিরাপত্তা হুমকি নেই বলে জানিয়েছেন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) কমিশনার মো. হাবিবুর রহমান। সোমবার (১৯ ফেব্রুয়ারি) সকালে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এ কথা জানান ডিএমপি কমিশনার । তিনি বলেন, "তবে পুলিশ প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা নিয়েছে।" "পুরো এলাকা সিসি ক্যামেরার আওতায় রাখা হবে। এছাড়া বোমা নিষ্ক্রিয়করণ, সোয়াট, ফায়ার সার্ভিস, মেডিকেল ও অন্যান্য টিম প্রস্তুত থাকবে;" ডিএমপি কমিশনার যোগ করেন। শহীদ মিনার এলাকায় ড্রোন ও ভ্রাম্যমাণ দলের মাধ্যমে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে বলে জানান তিনি। অমর একুশে গ্রন্থমেলার নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে ডিএমপি কমিশনার জানান, সেখানে একটি কন্ট্রোল রুম স্থাপন করা হয়েছে এবং সেখানে ক্যামেরার মাধ্যমে নজরদারি করা হচ্ছে। আর, সব ধরনের সরঞ্জামসহ নিরাপত্তা ইউনিট কাজ করছে। আইনশৃঙ্খলার অবনতির মতো যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলায় পুলিশ সজাগ রয়েছে বলে জানান তিনি। বলেন, "একুশে ফেব্রুয়ারির কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে যানজট নিয়ন্ত্রণে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।" "যথা নিয়মে, কিছু সড়কে যানবাহন চলাচল সীমিত থাকবে এবং নির্দিষ্ট রাস্তা দিয়ে যানবাহন প্রবেশ ও বের হতে পারবে;" বলেন ডিএমপি কমিশনার। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ১৯.০২.২০২৪ এলিনা)

শহীদ দিবস উপলক্ষে ২ দিনের কর্মসূচি ঘোষণা করেছে বিএনপি

মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের লক্ষ্যে দুই দিনের কর্মসূচি ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি। সোমবার(১৯ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে নয়াপল্টনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে, বিএনপির পক্ষে সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী এ কর্মসূচি ঘোষণা করেন। রিজভী বলেন, দিবসটি উপলক্ষে মঙ্গলবার (২০ ফেব্রয়ারি) ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে। আর, ২১ ফেব্রুয়ারি ভোর ৬টায় নয়াপল্টনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দলীয় ও জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করা হবে এবং কালো পতাকা উত্তোলন করা হবে। একই দিন সকাল ৬টায় নীলক্ষেতের বলাকা সিনেমা হলের সামনে কালো ব্যাজ ধারণ করে সমবেত হবেন বিএনপির নেতাকর্মীরা। এরপর আজিমপুর কবরস্থানে ভাষা আন্দোলনের শহীদদের কবরে ফাতেহা পাঠ এবং পরে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে গিয়ে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন তারা; জানান রিজভী সারাদেশে বিএনপির বিভিন্ন ইউনিট বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি পালন করবে বলে উল্লেখ করেন রুহুল কবির রিজভী। "জাতি এমন একটি সময়ে মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করতে যাচ্ছে, যখন তারা তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত;" যোগ করেন রিজভী।

তিনি বলেন, এদেশের ভোটাররা এখন ভোট দিতে পারছে না এবং এদেশের মানুষ নির্ভয়ে ঘরে ঘুমাতে পারছে না। জাতীয়তাবাদী শক্তির অসংখ্য নেতা-কর্মী তাদের স্ত্রী, পুত্র, কন্যা বা বাবা-মাকে নিয়ে গ্রামে-গঞ্জে থাকতে পারছেন না। বিএনপির সিনিয়র যগ্মমহাসচিব বলেন, তাদের দলের অনেক নেতা-কর্মী এখন অটোরিকশা চালাচ্ছেন, এমনকি রিকশা চালিয় জীবিকা নির্বাহ করছেন। এমন পরিস্থিতিতে, ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির শহীদদের আত্মত্যাগ দেশের মানুষকে তাদের অধিকার পুনরুদ্ধার ও গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার সংগ্রাম চালিয়ে যেতে উৎসাহিত করবে বলে উল্লেখ করেন তিনি। রুহুল কবির রিজভী বলেন, "দেশের মালিকানা জনগণের হাতে ফিরিয়ে দিতে এবং আইনের শাসন, মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠায় মহান শহীদ দিবস আমাদের সাহস যোগাবে।"

(ভোয়া ওয়েব পেজ : ১৯.০২.২০২৪ এলিনা)

‘আরএসএফ-এর প্রতিবেদনে বাস্তবতার প্রতিফলন নেই’, বললেন তথ্য প্রতিমন্ত্রী আরাফাত

সাংবাদিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে, মান সম্মত বেতন ও জীবিকা নিশ্চিত করতে সরকার নবম ওয়েজ বোর্ড গঠন করেছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। বলেন, দশম ওয়েজ বোর্ড গঠনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এসব ভালো উদ্যোগ আরএসএফের প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়নি বলে অভিযোগ করেন প্রতিমন্ত্রী আরাফাত। তিনি যোগ করেন, আরএসএফ এর সর্বশেষ প্রতিবেদনে বাংলাদেশের বর্তমান র‍্যাংকিং একবার বাস্তবতা বহির্ভূত। আরএসএফের এ ধরনের রিপোর্টকে পূর্ণাঙ্গ বলা যায় না। বাংলাদেশ সরকার চায় আরএসএফ বাস্তবতার প্রতিফলন ঘটাতে বাংলাদেশের গণমাধ্যমের পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরুক; আর যে প্রতিবেদন অর্ধসত্য এবং ভুল তথ্যের ভিত্তিতে করা হয়েছে তার পুনর্মূল্যায়ন করুক। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে প্রতিমন্ত্রী আরাফাত বলেন, “আমরা সত্য দিয়ে অসত্য মোকাবেলা করতে চাই। গণমাধ্যমের পরিবেশ নিয়ে যেখানে সত্যিই উন্নতি করার সুযোগ আছে, সেখানে সরকার তা করবে। আমরা সত্যিকার অর্থে আরএসএফের র‍্যাংকিং এ উপরে উঠতে চাই।”

গত বছরের মে মাসে বিশ্ব সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা সূচক ২০২৩ প্রকাশ করে রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডারস (আরএসএফ)। প্রতিবেদন অনুসারে, বিশ্ব সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা সূচকে বাংলাদেশ ২০২২ সালের তুলনায় এক ধাপ পিছিয়েছে। সূচকে ১৮০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৬৩তম, স্কোর ৩৫ দশমিক ৩১। প্রতিবেদনে আরএসএফ বলেছে, সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার ওপর খড়্গের মাত্রা বেড়েছে বিশ্বজুড়ে। এতে প্রকৃত সংবাদ প্রকাশে অনেকটা চাপের মুখে মিডিয়াগুলো। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, বিভ্রান্তিমূলক তথ্য, অপপ্রচার ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। দ্য ওয়ার্ল্ড প্রেস ফ্রিডম ইনডেক্সের তথ্য অনুযায়ী, সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা এখন মারাত্মক হুমকির মুখে।

বিশ্ব সংবাদমাধ্যম স্বাধীনতা সূচক ২০২৩ (ওয়ার্ল্ড প্রেস ফ্রিডম ইনডেক্স ২০২৩) এ ৩১টি দেশের পরিস্থিতিকে গুরুতর হিসেবে দেখানো হয়েছে। স্বৈরাচারী শাসকের অধীনে থাকা দেশগুলোতে সংবাদমাধ্যমে দমন-পীড়নের মাত্রা অনেক বেশি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মুক্ত গণমাধ্যম দিবসের ৩০তম বার্ষিকীতে বিশ্বজুড়ে সংবাদমাধ্যমের সার্বিক পরিস্থিতি তুলে ধরেছে আরএসএফ।

আরএসএফ বলছে, সাংবাদিকতায় ১০টি দেশের মধ্যে সাতটি দেশের পরিস্থিতি কাজের জন্য অনুপযুক্ত। ১০টির মধ্যে তিনটিকে সন্তোষজক বলা হয়েছে প্রতিবেদনে। ২০২৩ এর সূচকে, ৯৫.১৮ পয়েন্ট নিয়ে প্রথম স্থানে রয়েছে নরওয়ে। পরের অবস্থানে আয়ারল্যান্ড, ডেনমার্ক, সুইডেন, ফিনল্যান্ড, নেদারল্যান্ডস ও লিথুয়ানিয়া। সূচকে সবচেয়ে নিচে রয়েছে উত্তর কোরিয়া (১৮০)। নিচের দিকে দেশগুলো হলো যথাক্রমে উত্তর কোরিয়ার পরে চীন (১৭৯) ও ভিয়েতনাম (১৭৮), ইরান (১৭৭)। আরএসএফ-এর সূচকে দক্ষিণ এশিয়ার বেশিরভাগ দেশগুলোর অবস্থান নিচের দিকে। সূচকে ভারতের অবস্থান ১৬১ আর পার্শ্ববর্তী দেশ পাকিস্তানের অবস্থান ১৫০তম। দক্ষিণ এশিয়ার অন্য দেশগুলোর মধ্যে ১১ ধাপ উন্নীত হয়েছে শ্রীলঙ্কার। তালিকায় দেশটি ১৩৫তম। ভুটানের অবস্থান ৯০তম, নেপাল ৯৫, তালিকায় ১৫২তম অবস্থানে রয়েছে যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্তান। মিয়ানমার, তুরস্ক, রাশিয়াসহ আরো কয়েকটি দেশের সংবাদমাধ্যমে দমন-পীড়ন অব্যাহত রেখেছে সরকারগুলো। ২০২৩ এর সূচকে আফ্রিকার দেশগুলোর সংবামাধ্যমের পরিস্থিতিকে খুবই নাজুক হিসেবে উঠে এসেছে। বাংলাদেশের সাংবাদিক পুলিশের সহিংসতা, রাজনৈতিক কর্মীদের দ্বারা আক্রমণ এবং জিহাদি বা অপরাধী সংগঠনের দ্বারা সংগঠিত হত্যাকাণ্ডের সম্মুখীন।

রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডারস (আরএসএফ) বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবসে ২০২২ সালের ৩ মে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এই প্রতিবেদনে এসব কথা বলা হয়েছে। আরএসএফের বিশ্ব সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা সূচক অনুযায়ী বাংলাদেশ গত বছরের তুলনায় ১০ ধাপ পিছিয়েছে। এই সূচকে ১৮০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৬২তম (স্কোর ৩৬ দশমিক ৬৩)। গত বছর বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১৫২তম। সূচকে সবার শীর্ষে রয়েছে নরওয়ে। আরএসএফের প্রতিবেদনে বলা হয়, “বাংলাদেশের দুটি নেতৃস্থানীয় রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি) ও বাংলাদেশ বেতার (রেডিও) সরকারি প্রচার মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান বেসরকারি খাতের গণমাধ্যমের মধ্যে ৩ হাজার প্রিন্ট মিডিয়া আউটলেট, ৩০টি রেডিও স্টেশন, ৩০টি টিভি চ্যানেল এবং কয়েক শ নিউজ ওয়েবসাইট রয়েছে। দুটি জনপ্রিয় চ্যানেল হলো ‘সময় টিভি’ ও ‘একাত্তর টিভি’। দুটি শীর্ষস্থানীয় দৈনিক ‘প্রথম আলো’ ও ‘ডেইলি স্টার’ একটি নির্দিষ্ট সম্পাদকীয় স্বাধীনতা বজায় রেখে পরিচালিত হচ্ছে।

আরএসএফের প্রতিবেদনে এ প্রসঙ্গে বলা হয়, “১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে ধারাবাহিকভাবে বাংলাদেশের সকল সরকার গণমাধ্যমকে যোগাযোগের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে। ২০০৯ সাল থেকে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালনকারী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকারও এর ব্যতিক্রম নয়। তার (হাসিনার) দলের (আওয়ামী লীগ) সদস্য ও সমর্থকেরা প্রায়শই তাদের অপছন্দের সাংবাদিকদের লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে শারীরিকভাবে আঘাত করেন। এসব সাংবাদিকেরা যাতে কাজ না করতে পারেন, সে জন্য এবং গণমাধ্যম বন্ধ করার জন্য চাপ প্রয়োগ করতে হয়রানি করা হয়। এমন প্রতিকূল পরিবেশে সম্পাদকেরা সতর্কতা অবলম্বন করেন, সরকার যা বলেছে সেগুলোকে যেন চ্যালেঞ্জ না করা হয়”।

প্রতিবেদনে বাংলাদেশের ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনকে (ডিএসএ) সাংবাদিকদের জন্য বিশ্বের অন্যতম কঠোর আইন বলে অভিহিত করে আরএসএফ বলেছে, "এটি (ডিএসএ) কোনো প্রকার পরোয়ানা ছাড়াই তল্লাশি ও গ্রেপ্তারের অনুমতি দেয়, যা নির্বিচারভাবে সাংবাদিকদের সূত্রের গোপনীয়তা লঙ্ঘন করে এবং কোনো সাংবাদিক 'জাতির পিতার (...) বিরুদ্ধে নেতিবাচক প্রচারণা' অর্থাৎ বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর পিতার বিরুদ্ধে কিছু পোস্ট করলে ১৪ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে। এই আইনি পরিবেশে সম্পাদকেরা নিয়মিত নিজেদের নিজে সেন্সর করেন"। আরএসএফের প্রতিবেদনে এ সম্পর্কে বলা হয়, "বেশির ভাগ নেতৃস্থানীয় বেসরকারি গণমাধ্যমের মালিক মুষ্টিমেয় কিছু বড় ব্যবসায়ী। তারা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উত্থানের সময় আবির্ভূত হয়েছেন। তারা তাদের গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রভাব প্রয়োগ করার জন্য এবং সর্বাধিক লাভের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন। তারা সম্পাদকীয় স্বাধীনতার সুরক্ষার চেয়ে সরকারের সঙ্গে সুসম্পর্ককে অগ্রাধিকার দেন। ফলে বেসরকারি মালিকানাধীন টিভি চ্যানেলের সন্ধ্যায় টকশোতে কে অতিথি হবেন তা প্রায়শই সরকারি প্রতিনিধিরাই ঠিক করে দেন"। আরএসএফের প্রতিবেদনে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে, "সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ ধর্মনিরপেক্ষ দেশ, অন্যদিকে ইসলাম রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি। এর প্রভাব গণমাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। মূলধারার গণমাধ্যম কখনোই ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ইস্যুতে আলোচনা করে না, যদিও বাংলাদেশে তাদের সংখ্যা ১ কোটি।

গত এক দশকে কট্টরপন্থী ইসলামপন্থী দলগুলো অত্যন্ত সহিংস প্রচারণা চালিয়েছে এবং এর ধারাবাহিকতায় সাংবাদিকদের হত্যা করা হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতা, বিকল্প মতামতের অধিকার বা ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষাকারী সাংবাদিকদের খুঁজে বের করার জন্য এই দলগুলো এখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করে"। আরএসএফের প্রতিবেদনে এ বিষয়ে বলা হয়েছে, "বাংলাদেশের সাংবাদিকেরা পুলিশের সহিংসতা, রাজনৈতিক কর্মীদের দ্বারা আক্রমণ এবং জিহাদি বা অপরাধী সংগঠনের দ্বারা সংগঠিত হত্যাকাণ্ডের সম্মুখীন। তারা সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ কারণ এই সহিংসতার কোনো শাস্তি হয় না। প্রায়ই সাংবাদিক ও ব্লগারদের কারাগারে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে রাখার জন্য ডিএসএ ব্যবহার করা হয়। সাংবাদিকতা এমন একটি পেশা যা এখনো পুরুষ প্রধান। নারী সাংবাদিকেরা হয়রানির শিকার হন এবং যখন তারা তাদের নিজেদের অধিকার রক্ষার চেষ্টা করেন তখন তারা অনলাইনে ঘৃণামূলক প্রচারণার শিকার হন"। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ১৯.০২.২০২৪ এলিনা)

রোহিঙ্গা ইস্যু প্রাধান্য পেলে বাংলাদেশ-আসিয়ান সম্পর্ক উন্নয়ন ব্যাহত হতে পারে : জর্জ ইয়েও

সিঙ্গাপুরের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী জর্জ ইয়েও বলেছেন, বাংলাদেশ যদি অ্যাসোসিয়েশন অফ সাউথ ইস্ট এশিয়ান নেশনস এর (আসিয়ান) সেক্টরাল ডায়ালগ পার্টনার হতে চায়, তাহলে রোহিঙ্গা ইস্যুকে আঞ্চলিক ব্লকের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হবে। কারণ এই জোটে মিয়ানমার পূর্ণ সদস্য। সোমবার (১৯ ফেব্রুয়ারি) রাজধানী ঢাকায় অনুষ্ঠিত এক আলোচনা সভায় তিনি এ কথা বলেন। "রোহিঙ্গা ইস্যুর গুরুত্বকে উপেক্ষা না করে এবং এটিকে প্রভাবশালী ইস্যুতে পরিণত হতে না দিয়ে, আসিয়ানের দৃষ্টিভঙ্গি এতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;" জর্জ ইয়েও যোগ করেন। জর্জ ইয়েও বলেন, এখন আসিয়ানের সেক্টরাল ডায়ালগ পার্টনার হতে চায় বাংলাদেশ। সেই সঙ্গে একটি এজেন্ডাকে প্রাধান্য দিতে চায়। কূটনৈতিক পদক্ষেপ নিলে আসিয়ানের সেক্টরাল ডায়ালগ পার্টনার হিসেবে বাংলাদেশকে তুলে ধরা সম্ভব বলে মনে করেন জর্জ ইয়েও।

রোহিঙ্গা সংকটকে মানবিক ট্র্যাজেডি বলে উল্লেখ করেন সিঙ্গাপুরের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী জর্জ ইয়েও। তিনি তার প্রবন্ধে বলেন, "এর কোনো সহজ সমাধান নেই। কারণ, এসব সমস্যার শিকড় ইতিহাসের মধ্যে নিহিত। আর, এর সমাধান ইতিহাসের গভীরেই থাকতে পারে।" এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, রোহিঙ্গা গণহত্যা সংঘটিত হওয়ার পর আসিয়ান এর নিন্দা জানায়নি। কারণ তারা মনে করে এটি একটি অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সমস্যা। আসিয়ান, সদস্য দেশগুলোর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে না বলে উল্লেখ করেন জর্জ ইয়েও। তিনি আরো বলেন যে আসিয়ান রাখাইন রাজ্যের মানবিক ইস্যুকে রাজনৈতিক ইস্যু থেকে আলাদা করার চেষ্টা করেছে। "আসিয়ানের সদস্য দেশগুলোর মধ্যে মুসলিম দেশ ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও ব্রুনাই রোহিঙ্গাদের প্রতি সহানুভূতিশীল। তবে, অন্যদের এরকম সহানুভূতি নেই। আর, মিয়ানমারের সঙ্গে লাওসের ঐতিহ্যগত সম্পর্ক রয়েছে;" বলেন জর্জ ইয়েও। তিনি বলেন, "বাংলাদেশে রোহিঙ্গা মুখ্য ইস্যু হলেও মিয়ানমারে একটি গৌণ ইস্যু।"

বাংলাদেশের উন্নয়নের বিষয় তুলে ধরে বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও সামাজিক সূচকে দেশের সাম্প্রতিক অগ্রগতির প্রশংসা করেন জর্জ ইয়ো। কসমস ফাউন্ডেশনের সভাপতি, প্রখ্যাত কূটনীতিক ও বাংলাদেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা ড. ইফতেখার আহমেদ চৌধুরী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। ড. চৌধুরী বলেন, আসিয়ান ও বাংলাদেশ নিয়ে আলোচনা সময়োপযোগী এবং মূলত দুটি কারণে আলোচনার উপযুক্ত সময় এটি। প্রথম কারণ হলো, স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উত্তরণ প্রক্রিয়ার মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ বহুপাক্ষিক অর্থনৈতিক সংস্থাগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করার দিকে নজর দেবে বাংলাদেশ; এর মধ্যে আসিয়ান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ড. চৌধুরী বলেন, দ্বিতীয় কারণ

হচ্ছে আসিয়ানের সদস্য দেশ মিয়ানমারে ব্যাপক অস্থিরতা বিরাজ করছে। যেহেতু বিরোধী পক্ষগুলোর প্রধানরা বাংলাদেশকে নিরাপদ স্বর্গ হিসেবে দেখছে, তাই বাংলাদেশেও সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ার হুমকি রয়েছে।

ড. চৌধুরী আরো বলেন, "সদস্য রাষ্ট্রের বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করতে আসিয়ানের নীতি আমরা বুঝি। তবে, আমরা এটাও লক্ষ্য করেছি, জান্তা শাসনের লাগাম টেনে ধরতে এবং পাঁচ দফা ঐকমত্য কার্যকরে ব্যর্থতা রয়েছে আসিয়ানের। জান্তা শাসনের ক্ষেত্রে রোমান ঐতিহাসিক ও রাজনীতিক ট্যাসিটাস-এর সেই বিখ্যাত উক্তিটি খুব প্রযোজ্য; তারা ধ্বংসযজ্ঞ তৈরি করে এবং এটিকে শান্তি বলে উল্লেখ করে।" আসিয়ান একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান উল্লেখ করে তিনি বলেন, মিয়ানমার সংকট সমাধানে তাদের অক্ষমতা কেবল এর বিশ্বাসযোগ্যতার ওপর প্রভাব ফেলবে না; বরং এর ঐক্যের ওপর প্রভাব ফেলার আশঙ্কা রয়েছে। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ১৯.০২.২০২৪ এলিনা)

রেডিও তেহরান

আরএসএফের র‍্যাংকিং প্রতিবেদন বাস্তবতা বহির্ভূত : তথ্য প্রতিমন্ত্রী

বৈশ্বিক গণমাধ্যম সূচক সম্পর্কে রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডারের (আরএসএফ) প্রতিবেদন প্রত্যাখ্যান করেছে বাংলাদেশ। তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত বলেছেন এই প্রতিবেদন বাস্তবতা বহির্ভূত এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত। এ সম্পর্কে বিস্তারিত ঢাকা থেকে আমাদের বিশেষ সংবাদদাতার প্রতিবেদনে :

বৈশ্বিক গণমাধ্যম সূচক সম্পর্কে রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার (আরএসএফ) প্রকাশিত প্রতিবেদন বাস্তবতা বহির্ভূত বলে মন্তব্য করেছেন তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত। আজ সোমবার দুপুরে সচিবালয়ে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন। তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী বলেন, সার্বিক বিবেচনায় রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডারের (আরএসএফ) সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে যে তথ্য দিচ্ছে তা বাস্তবতা বহির্ভূত। এর মাধ্যমে বাংলাদেশের গণমাধ্যম ও সাংবাদিকদের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে সরকারের ধারাবাহিক প্রচেষ্টাকে অবমূল্যায়ন করা হয়েছে বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি। তথ্য-প্রতিমন্ত্রী বলেন, উল্লিখিত সমস্ত উদ্যোগ বিবেচনা করে যথেষ্ট বস্তুনিষ্ঠ তথ্য ও উপাত্ত নিয়ে আরএসএফ তাদের র‍্যাংকিং মূল্যায়ন করবে বলে সরকার প্রত্যাশা করে। তাহলে বাংলাদেশের গণমাধ্যম ও সাংবাদিকতায় স্বাধীনতার বিষয়ে প্রকৃত অবস্থান ও চিত্র ফুটে উঠবে। আলী আরাফাত বলেন, এই প্রতিবেদন ও র‍্যাংকিংয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশে গণমাধ্যমের ক্রমবিকাশ, সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিতকরণ এবং স্বাধীন ও নিরপেক্ষ সাংবাদিকতার জন্য বর্তমান সরকারের অব্যাহত উদ্যোগকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে অস্বীকার করা হয়েছে। দেশের গণমাধ্যম ও সাংবাদিকতার অবাধ স্বাধীনতার প্রকৃত চিত্রের বিপরীতে আরএসএফের মূল্যায়ন অগ্রহণযোগ্য (স্বকণ্ঠে) : বাংলাদেশের গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়ে আরএসএফের বর্ণিত তথ্য আসলে অসম্পূর্ণ, অপর্যাপ্ত এবং বিভ্রান্তিকর।

(রেডিও তেহরান : ২০৩০ ঘ. ১৯.০২.২০২৪, বাদশা রহমান, এলিনা)

মিয়ানমারের গুলির শব্দে আতঙ্কে বাংলাদেশিরা; সতর্ক অবস্থায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী

মিয়ানমারের পরিস্থিতি এখনো অশান্ত। মাঝে মাঝে গুলির শব্দে আতঙ্কে আছেন বাংলাদেশিরা। এ সম্পর্কে ঢাকা থেকে আমাদের প্রতিনিধির প্রতিবেদন :

আবারো আলোচনায় মিয়ানমার ইস্যু। সীমান্তের ওপার থেকে এখনো মাঝে মধ্যে ভেসে আসছে গুলির শব্দ। তাই সীমান্ত বেড়ার এপারে বাংলাদেশিরা আছেন শংকায়। জনৈক ব্যক্তি (এক) (স্বকণ্ঠে) : আমরা শান্তি চাই, নিরাপত্তা চাই। আমরা গরিব মানুষ। জনৈক ব্যক্তি (দুই) (স্বকণ্ঠে) : ওখানে যখন আতঙ্ক কাজ করছে। আমাদের এখানে আতঙ্ক তাহলে ওখানে আতঙ্ক হবে না! ওখানে আতঙ্ক হওয়ার কারণে আমাদের এখানে এসে ওরা আশ্রয় নিতে চাচ্ছে। কারণ মিয়ানমারে চলমান যুদ্ধে জান্তা বাহিনী রাখাইন রাজ্যজুড়ে সাঁড়াশি অভিযান চালাতে পারে এ আশঙ্কায় সীমান্তে এলাকায় জড়ো হয়েছে শত শত রোহিঙ্গা। তাদের অবৈধ পথে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ ঘটাতে তৎপরও রয়েছেন কিছু দালাল চক্র। যারা বাংলাদেশে আশ্রিত রোহিঙ্গা শিবিরেই বসবাসরত। ২০১৭ সালের ন্যায় এসব দালাল চক্র ওপার থেকে রোহিঙ্গাদের নিয়ে আসার জন্য ফাঁক-ফোকর খুঁজছেন। তবে সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থানে রয়েছে বিজিবি। নাফ নদীতে কোস্টগার্ডের নৌ টহল চলছে নিয়মিত। এছাড়াও স্থল সীমান্ত এলাকায় প্রতি দশ ফুট অন্তর বিজিবির পাহারা মোতায়েন রয়েছে। সীমান্তের ওপারে অনিশ্চিত অবস্থায় থাকা রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে মানবিক কারণে আশ্রয় দেওয়ার সর্বশেষ জাতিসংঘের পক্ষ থেকে আহ্বান জানানোর পর দালাল চক্র বেশ সক্রিয় হয়ে উঠেছে বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে।

তবে সীমান্ত এলাকাজুড়ে বিজিবি ও কোস্টগার্ড রাত-দিন কড়া নজরদারি করছে। আর কোনো রোহিঙ্গাকে এদেশে আসতে দেওয়া হবে না- বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে এমন ঘোষণার দেওয়ার পর থেকে পুরো মিয়ানমার সীমান্ত এলাকা সীল করেই রাখা হয়েছে। সতর্ক অবস্থানে থাকার কথা জানিয়েছেন কক্সবাজারের উখিয়া সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো: রাসেল (স্বকণ্ঠে) : আপাতত সেরকম কোন তালিকা নেই। তবে জনসাধারণকে বলা আছে। আর

প্রতিনিয়ত আমরা তাদেরকে অবহিত করছি। অনুপ্রবেশ যদি পাঁচজনের ব্যাপারে আমাদের কাছে তথ্য ছিল। সেটা আমরা সংশ্লিষ্ট বিজেবিকে অবহিত করেছি।

রাখাইন রাজ্যে বিদ্রোহী আরাকান আর্মির সঙ্গে মিয়ানমার সেনাবাহিনীর সংঘাতের কারণে টেকনাফ সীমান্তের বিপরীতে নলবুনিয়া, পেরংপুর, নুরুল্লাপাড়া, আজিজের বিল, কাদির বিল, মেগিচং, মাংগালা, ফাদংচা ও হাস্যুরতা এলাকায় রোহিঙ্গারা অবস্থান নিয়ে আছেন। সূত্র জানিয়েছে, মংডু শহরের অদূরে সীমান্ত এলাকাজুড়ে অন্তত ৩৫ হাজার রোহিঙ্গার বসবাস। (রেডিও তেহরান : ২০৩০ ঘ. ১৯.০২.২০২৪, বাদশা রহমান, এলিনা)

এনএইচকে

টোকিও সম্মেলনে ইউক্রেনের পুনর্গঠনে সহায়তার প্রতিশ্রুতি জাপানের

রাশিয়ার আক্রমণ শুরু হওয়ার প্রায় দুই বছর পর ইউক্রেনের পুনর্গঠন প্রচেষ্টাকে কীভাবে সমর্থন করা যায় তা নিয়ে আলোচনা করার জন্য একটি সম্মেলনের আয়োজন করেছে জাপান। সোমবার টোকিওতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও পুনর্গঠন এগিয়ে নেয়ার জন্য জাপান-ইউক্রেন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। দুই সরকারের কর্মকর্তা এবং প্রায় ১৩০টি জাপানি ও ইউক্রেনীয় কোম্পানির প্রতিনিধিরা সম্মেলনে অংশ নেন। জাপানের প্রধানমন্ত্রী কিশিদা ফুমিও সম্মেলনে তার বক্তৃতায় বলেন, ইউক্রেনে এখনও যুদ্ধ চলমান রয়েছে এবং সেখানকার পরিস্থিতি সহজ নয়। কিশিদা জোর দিয়ে বলেন যে ইউক্রেনে অর্থনৈতিক পুনর্গঠন এগিয়ে নেয়া ভবিষ্যতের জন্য একটি বিনিয়োগ, এবং জাপান নিজেদের সরকারি ও বেসরকারি খাতকে একত্রে কাজে লাগিয়ে এই ধরনের প্রচেষ্টাকে জোরালোভাবে সহায়তা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ইউক্রেনের প্রধানমন্ত্রী ডেনিস শ্যামিহাল সম্মেলনটিকে জাপান ও ইউক্রেনের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নের পরবর্তী পদক্ষেপ বলে অভিহিত করেন। তিনি বলেন, দুই দেশ একসঙ্গে কাজ করে বর্তমান চ্যালেঞ্জগুলোকে প্রবৃদ্ধি ও সমৃদ্ধির সুযোগে পরিণত করতে পারে। জাপান সাতটি ক্ষেত্রে সহায়তা কর্মসূচির বিষয়টি প্রকাশ করেছে, যার মধ্যে মাইন অপসারণ ও ধ্বংসাবশেষ সরিয়ে নেয়া, কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং বৈদ্যুতিক শক্তি ও পরিবহণ অবকাঠামোর পুনর্নির্মাণ অন্তর্ভুক্ত। জাপানি এবং ইউক্রেনীয় কোম্পানিগুলোর পাশাপাশি উভয় দেশের সরকারি ও বেসরকারি খাতের মধ্যে সহযোগিতার ৫৬টি স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। কিছু বিশ্লেষক, সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে পশ্চিমা দেশগুলোর মধ্যে ক্লান্তির উদ্রেক হওয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে। আর তাই, জাপানের লক্ষ্য হচ্ছে ইউক্রেনের প্রতি সমর্থন অব্যাহত রাখতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে উৎসাহিত করা। (এনএইচকে ওয়েব পেজ : ১৯.০২.২০২৪ এলিনা)

ডয়চে ভেলে

‘কৃত্রিম উপায়ে’ খেলাপি ঋণ কম দেখানোর উদ্যোগ

বাংলাদেশের ব্যাংকগুলোকে তাদের দুই বছর ধরে খেলাপি থাকা ঋণ ব্যালেন্স শিটে দেখাতে হবে না। এতে বাস্তবে না কমলেও হিসাবে খেলাপি ঋণ কম দেখানো যাবে। রোববার বাংলাদেশ ব্যাংক এই বিষয়ক নীতিমালা প্রকাশ করেছে। ডয়চে ভেলের কনটেন্ট পার্টনার দ্য ডেইলি স্টার জানিয়েছে, ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণের পরিমাণ ‘কৃত্রিমভাবে' কমিয়ে আনার রোডম্যাপের অংশ হিসেবে ঋণ অবলোপন নীতিমালা আরও শিথিল করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। রোববার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নতুন গাইডলাইনে বলা হয়েছে, দুই বছর ধরে খেলাপি ও লোকসানে থাকা ঋণ ব্যাংকগুলোর ব্যালেন্স শিট থেকে মওকুফের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। আগে এই সীমা ছিল তিন বছর। ঋণ উদ্ধারের কোনো বাস্তব সম্ভাবনা নেই এমন ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো তাদের ব্যালেন্স শিট থেকে ঋণ সরিয়ে নিতে ‘অবলোপন নীতিমালা' ব্যবহার করে। এর ফলে ব্যাংকগুলো তাদের খাতায় খেলাপি ঋণের পরিমাণ কম দেখাতে পারে। অবলোপন করা ঋণকে অফ-ব্যালেন্স রেকর্ডে পাঠানো হয় এবং এক্ষেত্রে ব্যাংকের দায় থেকে যায়।

নতুন নীতিমালায় বলা হয়েছে, পাঁচ লাখ টাকা পর্যন্ত খেলাপি ঋণ অবলোপনের জন্য ব্যাংককে অর্থ ঋণ আদালতে মামলা করতে হবে না। আগে এর পরিমাণ ছিল দুই লাখ টাকা। মামলা না করেই ব্যাংক মৃত ব্যক্তির নামে থাকা খেলাপি ঋণ অবলোপন করতে পারবে। আগের নিয়ম অনুযায়ী আইনি ব্যবস্থা না নিলে ঋণ অবলোপনের আগে ব্যাংকগুলোকে অর্থ ঋণ আদালত আইন-২০০৩ এর অধীনে মামলা করতে হতো। বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিমালায় বলা হয়েছে, খেলাপি ঋণ অবলোপনের জন্য কোনো ঋণ হিসাব আংশিক অবলোপন করা যাবে না। পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনও বাধ্যতামূলক। ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশ ব্যাংক অবলোপনের সময়সীমা পাঁচ বছর থেকে কমিয়ে তিন বছর করেছিল। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বলছে, ২০০৩ সালে অবলোপন সুবিধা চালুর পর থেকে এ পর্যন্ত ব্যাংকগুলোর ব্যালেন্স শিট থেকে ৬৮ হাজার ২৩ কোটি টাকা অবলোপন করা হয়েছে। নতুন এই শিথিলতার ফলে আগামীতে খেলাপি ঋণ অবলোপনের প্রবণতা বাড়বে বলে মনে করছেন ব্যাংক কর্মকর্তারা। (ডয়চে ভেলে ও. পেজ:১৯.০২.২০২৪ রিহাব)

ধনীদের ৮৭ ভাগ আয় কর দেয় না

ধনী এবং উচ্চ মধ্যবিত্তদের শতকরা ৮৭ ভাগ আয় কর দেন না বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি। তারা বলছে,“কর প্রশাসনের অদক্ষতা এবং কিছু কর্মকর্তার সঙ্গে যোগসাজশ করে তারা এই কর ফাঁকি দিচ্ছেন। এই কারণে

কখনোই জাতীয় রাজস্ব বোর্ড(এনবিআর) কর আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারে না।" এবং কিছু কর্মকর্তার সঙ্গে যোগসাজশ করে তারা এই কর ফাঁকি দিচ্ছেন। এই কারণে কখনোই জাতীয় রাজস্ব বোর্ড(এনবিআর) কর আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারে না।" এনবিআরের সঙ্গে রবিবার প্রাক-বাজেট বৈঠকে অর্থনীতি সমিতি জানায়,"এদেশে ১৮ লাখ মানুষ কর দেন। তাদের মধ্যে ১০ লাখ সরকারি চাকরিজীবী এবং অন্যান্য চাকরিতে নিয়োজিত আছেন। আমাদের হিসাবে, দেশে ধনী ও উচ্চমধ্যবিত্তদের মধ্যে আয়কর দেয়া লোকের সংখ্যা ৯-১০ লাখ হবে। এই সংখ্যা হওয়ার কথা ৭৮ লাখ ৩২ হাজার। এর মানে, ধনী ও উচ্চমধ্যবিত্তদের ৮৭ শতাংশ কোনো ধরনের আয়কর দেন না।"

অর্থনীতি সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আইনুল ইসলাম সোমবার ডয়চে ভেলেকে বলেন,"আমরা গবেষণায় ওই তথ্য পেয়েছি। এদেশে এমনিতেই মানুষের মধ্যে আয়কর দেয়ার প্রবণতা কম। আর উচ্চবিত্ত ও উচ্চ মধ্যবিত্তের মধ্যে এটা আরো কম। যারা দেয় না সেই ৮৭ ভাগের কাছ থেকে আয়কর আদায় করতে পারলে রাজস্ব ঘাটতি থাকতো না।" এনবিআর কখনোই রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্য অর্জন করতে পারে না। আইএমফের ঋণের শর্তের মধ্যে অন্যতম হলো রাজস্ব আদায় বাড়ানো এবং কর প্রশাসনের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি। কিন্তু চলতি অর্থবছরেও এনবিআর রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা কমিয়েছে ২০ হাজার কোটি টাকা। ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিলো চার লাখ ৩০ হাজার কোটি টাকা। লক্ষ্যমাত্রা কমানোয় এখন তা দাঁড়ালো চার লাখ ১০ হাজার কোটি টাকা।

অর্থ বছরের প্রথম ছয় মাসে রাজস্ব আদায়ের ঘাটতি হয়েছে ২৩ হাজার ২২৭ কোটি টাকা। এই প্রেক্ষাপটে রাজস্বের লক্ষ্যমাত্রা কমানো হলেও তাও অর্জন করা শেষ পর্যন্ত সম্ভব হবে না বলে মনে কছেন বিশ্লেষকেরা। বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ কর মোট করের শতকরা ৩০ ভাগ। আর বাকি ৭০ ভাগ পরোক্ষ কর। এই পরোক্ষ করের চাপ সবচেয়ে বেশি দেশের সাধারণ মানুষের ওপর। কিন্তু অর্থনীতিবিদেরা বলছেন, প্রত্যক্ষ কর সবার শীর্ষে থাকা উচিত। সেটা হলো আয়কর। যেটা ব্যক্তির আয়ের ওপর নির্ভর করে। কিন্তু বাংলাদেশে উল্টো ঘটনা ঘটছে। আর এখানে কর জিডিপি অনুপাত এখনো ১০ শতাংশের ঘরে- যা এশিয়ায় সবনিম্ন।

এনবিআরের সাবেক চেয়ারম্যান বদিউর রহমান বলেন,"এর আগে অর্থনীতি সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. আবুল বারাকাত বলেছিলেন মানুষ সিন্দুকে কোটি কোটি টাকা রেখে দিয়েছে। পরে অভিযান চালিয়ে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এনু-রুপনের বাড়ি থেকে সিন্দুক ভর্তি টাকা উদ্ধার করা হয়। এবার অর্থনীতি সমিতি বলছে ৮৭ ভাগ ধনী এবং উচ্চ মধ্যবিত্ত আয়কর দেয় না। সংখ্যাটা কত ভাগ হবে সেই জরিপ আমি করিনি। তবে আমার অভিজ্ঞতা হলো অধিকাংশই দেয় না।"

অধ্যাপক মো. আইনুল ইসলাম বলেন,"ধনী যারা আয়কর ফাঁকি দেন তাদের ব্যাংক হিসাবে অর্থ থাকলেও তা দেখান না। আর এজন্য ব্যাংক এবং এনবিআরের একশ্রেণির কর্মকর্তা সুবিধার বিনিময়ে তাদের সহায়তা করেন। আর তাদের আয়ের একটি অংশ তারা ব্যাংকিং চ্যানেলের বাইরে রেখে দেশের বাইরে পাচার করেন। কিন্তু এটা চিহ্নিত করা কোনো কঠিন কাজ না। নানা টুলস আছে সেগুলো ব্যবহার করলেই চিহ্নিত করা যায়। এখানে এনবিআর আগ্রহ দেখায় না। আবার যারা ফাঁকি দেয় তারা নানাভাবে প্রভাশালী।" তার কথা,"দেশে যাদের টিআইএন নাম্বার আছে তাদের সবার কাছ থেকে কর আদায় করতে পারলেও ঘাটতি থাকে না। সেটা না করে এনবিআর পরোক্ষ কর বাড়ায়। নিত্য ব্যবহারের পণ্যের ওপর এই কর দেশের সাধারণ মানুষকে দিতে হয়। আর যারা ধনী তারা রেহাই পেয়ে যান।"

এজন্য অর্থনীতি সমিতি দেশে ট্যাক্স কমিশন গঠনের প্রস্তাব দিয়েছে। যেখানে কর যারা বোঝেন সেরকম বিশেজ্ঞ পর্যায়ের ব্যক্তিরা থাকবেন। আর লেনদেন যত দ্রুত সম্ভব ডিজিটাল করার পরামর্শ দিয়েছেন তারা। আর ওই পদ্ধতির সঙ্গে এনবিআর যুক্ত থাকলে সবার আয় ব্যয়ের খবর তারা পাবেন। চিহ্নিত করতে পারবেন।

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) ২০১৮ সালের এক জরিপে দেখা গেছে বাংলাদেশে বছরে কোটি টাকা আয় করেন এরকম জনগোষ্ঠীর ৬৭ শতাংশ কর আওতার বাইরে আছে। এরা যে লার্জ ট্যাক্সপেয়ার ইউনিটের মধ্যে তা নয়। এরা সারাদেশেই ছড়িয়ে আছেন। কিন্তু এদের করের আওতায় আনা যাচ্ছে না। বদিউর রহমান বলেন,"রাষ্ট্রযন্ত্র ফেয়ার না হলে ধনীদের কাছ থেকে আয়কর আদায় সম্ভব নয়। কারণ তারা প্রভাশালী, তারা রাষ্ট্র যন্ত্রেও সঙ্গে যুক্ত। তাদেরকে ছাড় দেয়া হয়। দেশে গ্রাম পর্যন্ত এখন বহু লোক গাড়ি-বাড়ি হাঁকায়, কিন্তু তারা আয়কর দেয় না।" তিনি জানান,"আমি যখন এনবিআরের চেয়ারম্যান তখন ওয়ান ইলেভেন সরকার। তখন একবার উদ্যোগ নিয়েছিলাম, কিন্তু আমাকে সেই উদ্যোগ বাস্তবায়ন করতে দেয়া হয়নি। আমি গুলশান বনানী-ধানমন্ডি এলাকায় ট্যাক্স বুথ বসিয়ে আয়কর আদায়ের উদ্যোগ নিয়েছিলাম। পদ্ধতিটি ছিল, এনবিআর, পুলিশ ও স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলরের সমন্বয়ে টিম করে বাড়ি বাড়ি যাওয়া। কত বাসা ভাড়া দেন তা জানা। তো এখন থেকে ১৭ বছর আগে যদি কেউ ২০ হাজার টাকা বাসা ভাড়া দিয়ে থাকেন তাহলে তার আয় কত তা বুঝতে অসুবিধা ছিল না। আমি চেয়েছিলাম তাৎক্ষণিক টিআইএন নাম্বার দিতে। কিন্তু আমাকে থামিয়ে দেয়া হয়।" এভাবে যদি সারাদেশে জরিপ করা হয় তাহলে যারা আয় কর ফাঁকি দেয় তাদের চিহ্নিত করা সম্ভব বলে তিনি মনে করেন। তার কথা,"ওই সময়ে নির্দলীয় সরকার ছিলো তারপরও আমাকে করতে দেয়া হয়নি। আর এখন তো

দলীয় সরকার। তাহলে সেটা কীভাবে সম্ভব?" এই দুই জন বলেন, আয়কর ঠিকমতো আদায় হলে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি কর আদায় হতো। সেটা না করে যারা কর দেন তাদের উল্টো নানা রকম হয়রানি করা হয়। আর গরিব মানুষের ওপর করের বোঝা চাপানো হয়। এদেশে যাদের সম্পদ বেশি তারা কম কর দেয়। যাদের নেই তারা বেশি কর দেয়।
সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) ডিস্টিংগুইশ ফেলো অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন,"প্রত্যক্ষ কর (আয়কর) বাড়ানো গেলে আমাদের এখন যে কর জিডিপি অনুপাত ৮.৫ শতাংশ আছে তা বেড়ে যাবে। তাই অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন ও বাজেট ঘাটতি কমাতে যারা আয়কর দেয়ার যোগ্য হওয়ার পরও আয়কর দেন না তাদের কর আদায়ের ব্যবস্থা করতে হবে। যারা কর ফাঁকি দেন তাদের কর দিতে বাধ্য করতে হবে। এজন্য প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে। আইন প্রয়োগ করতে হবে। শাস্তি ও প্রণোদনা দুটোই দিতে হবে। প্রত্যক্ষ করই উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে। এটাই সবচয়ে বেশি হওয়া উচিত।" তার কথা,"পরোক্ষ করের চাপ সাধারণ মানুষের ওপর বেশি পড়ে। তাদের আয় কম। ফলে চাপ বাড়ে। তাই এনবিআরের প্রত্যক্ষ কর আদায়ে গুরুত্ব দেয়া উচিত।"
(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ:১৯.০২.২০২৪ রিহাব)

রেডিও টুডে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ২১ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির হাতে একুশে পদক ২০২৪ তুলে দেবেন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল মঙ্গলবার অমর একুশে ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে ২১ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির হাতে একুশে পদক ২০২৪ তুলে দেবেন। এদিন সকাল ১১ টায় সকাল প্রধানমন্ত্রী রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার একুশে পদক প্রদান করবেন। একুশে পদক প্রদান উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজ পৃথক বাণী দিয়েছেন। পৃথক বাণীতে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী উভয়ই অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করেন। (রেডিও টুডে: ২১৪৫ ঘ. ১৯.০২.২০২৪ রুবাইয়া)

বাংলাদেশে পেঁয়াজ রপ্তানির অনুমতি দিলো ভারত

ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুপারিশের ভিত্তিতে বাংলাদেশে সীমিত পরিমাণে পেঁয়াজ রপ্তানির অনুমতি দিয়েছে নয়াদিল্লি। বাংলাদেশ ছাড়াও আরও কয়েকটি দেশেও সরকারিভাবে পেঁয়াজ রপ্তানির অনুমতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দেশটি। সোমবার দেশটির ইংরেজি দৈনিক ইকোনমিক টাইমসের এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়েছে।
পেঁয়াজ রপ্তানির অনুমতির এই বিষয়টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভারতীয় এক কর্মকর্তা বলেছেন, দ্বিপাক্ষিক উদ্দেশে সীমিত পরিমাণে পেঁয়াজ রপ্তানির অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তবে পেঁয়াজ রপ্তানির ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করে নেওয়ার বিষয়ে এখন পর্যন্ত কোনও সিদ্ধান্ত নেয়নি নয়াদিল্লি।
দেশটির সরকার কী পরিমাণ পেঁয়াজ রপ্তানির অনুমতি দিয়েছে, সেই বিষয়ে বিস্তারিত কোনও তথ্য ওই কর্মকর্তা জানাতে পারেননি বলে জানিয়েছে ইকোনমিক টাইমস।
বাংলাদেশ ছাড়াও অন্য যেসব দেশে পেঁয়াজ রপ্তানির অনুমতি দিয়েছে ভারত, সেসব দেশ হলো নেপাল, ভুটান, বাহরাইন এবং মৌরিশাস।
এর আগে, পবিত্র রমজান মাসে দেশের বাজারে মূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখতে নির্দিষ্ট পরিমাণে পেঁয়াজ ও চিনি রপ্তানি করতে ভারতের সরকারের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে চিঠি লেখে বাংলাদেশ সরকার।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কারাগারে বাংলাদেশের ৯৩৭০ জন শ্রমিক ও প্রবাসী আটক রয়েছে: পররাষ্ট্রমন্ত্রী

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর হাছান মাহমুদ জানিয়েছেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কারাগারে বাংলাদেশের ৯৩৭০ শ্রমিক ও প্রবাসী আটক রয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি আটক রয়েছে সৌদি আরবে ৫৭৪৬ জন। সোমবার জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তরে মোহাম্মদ হুসামুদ্দীন চৌধুরী লিখিত এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এই তথ্য জানান।
(রেডিও টুডে: ২১৪৫ ঘ. ১৯.০২.২০২৪ রুবাইয়া)

সাড়ে তিন মাসের বেশি সময় পর কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছেন বিএনপির নেতা মির্জা আব্বাস

সাড়ে তিন মাসের বেশি সময় পর কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস। সোমবার সন্ধ্যায় কেরানীগঞ্জ কারাগার থেকে তাকে মুক্তি দেয়া হয়। কেরানীগঞ্জ কারাগার সূত্র বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। জানা গেছে মির্জা আব্বাসের জামিননামা কারাগারে পৌঁছানোর পর নিয়ম অনুযায়ী তাকে মুক্তি দেয়া হয়েছে। তিনি সন্ধ্যা পৌনে সাতটার দিকে কারামুক্ত হন। এর আগে গতবছরের ২৮শে অক্টোবর বিএনপির মহাসমাবেশ কে কেন্দ্র করে হওয়া সহিংসতার জেরে মির্জা আব্বাসের বিরুদ্ধে ১১টি মামলা হয়। শাহজাহানপুর থানার নাশকতা ও বিস্ফোরক আইনের মামলায় ৩১শে অক্টোবর মির্জা আব্বাসকে গ্রেফতার করে গোয়েন্দা পুলিশ। এ মামলায় পাঁচ দিনের রিমান্ড শেষে পাঁচ নভেম্বর তাকে কারাগারে পাঠানো হয়। (রেডিও টুডে: ২১৪৫ ঘ. ১৯.০২.২০২৪ রুবাইয়া)

আগামী ২০২৫ সালের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা ২০২৩ সালের মতই সংক্ষিপ্ত সিলেবাসে হবে

আগামী ২০২৫ সালের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা পুনর্বিন্যাসকৃত পাঠ্যসূচি অনুযায়ী সংক্ষিপ্ত সিলেবাসে হবে। সোমবার এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের তথ্য ও জনসংযোগ কর্মকর্তা এম এ খায়ের এই তথ্য জানান। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে ২০২৫ সালের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা ২০২৩ সালের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার মতই সংক্ষিপ্ত সিলেবাসেই অনুষ্ঠিত হবে। (রেডিও টুডে: ২১৪৫ ঘ. ১৯.০২.২০২৪ রুবাইয়া)

দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব বিষয়ে আওয়ামী লীগকে নিয়ে বিএনপি'র প্রশ্ন তোলা পাগলের প্রলাপ

দেশের স্বাধীনতা গণতন্ত্র এবং সার্বভৌমত্ব বিষয় আওয়ামী লীগকে নিয়ে বিএনপির প্রশ্ন তোলা পাগলের প্রলাপ ছাড়া ভিন্ন কিছু নয় বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সড়ক পরিবহন সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। সোমবার দুপুরে ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার রাজনৈতিক কার্যালয়ে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন তিনি। তিনি বলেন বিএনপিকে ভাঙা নিয়ে সরকারকে দোষারোপ করা বিএনপি নেতাদের মিথ্যাচার। এ সময় দ্রব্যমূল্য নিয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে ওবায়দুল কাদের বলেন দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে সরকার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে কিছু কিছু পণ্যের দাম উঠানামা করলেও সরকার বাজার নিয়ন্ত্রণে উদাসীন নয় বলেও জানান আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক। (রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ১৯.০২.২০২৪ রুবাইয়া)

আওয়ামী লীগের সিন্ডিকেটের কারণে বাজারে সরকারের নিয়ন্ত্রণ নেই : রিজভী

আওয়ামী লীগের সিন্ডিকেটের কারণে বাজারে সরকারের নিয়ন্ত্রণ নেই বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবীর রিজভী। তিনি বলেছেন নিত্য পণ্যের বাজার যে সরাসরি সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রিত তা বিভিন্ন সময়ে ইশারা ইঙ্গিতে আওয়ামী লীগের নেতারা প্রকাশ্যে বলেছেন। বাজার দ্রব্যমূল্যের আগুনে পুড়ছে সাধারণ মানুষ আর অর্থবিত্তের পুকুরে সাঁতার কাটছে সরকারের লোকজন। সোমবার নয়া পল্টনে বিএনপি'র কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন। (রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ১৯.০২.২০২৪ রুবাইয়া)

ঢাকা রেলওয়ে থানার মামলায় মির্জা আব্বাসের জামিন মঞ্জুর করেছেন আদালত

ঢাকা রেলওয়ে থানার মামলায় বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাসের জামিন মঞ্জুর করেছেন আদালত। এ নিয়ে কত ২৮শে অক্টোবর বিএনপির মহাসমাবেশকে কেন্দ্র করে মির্জা আব্বাসের বিরুদ্ধে হাওয়া ১১ মামলার সবগুলোতে জামিন পেলেন তিনি। সোমবার বিকেলে শুনানি শেষে ঢাকা জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট জুলহাস উদ্দিনের আদালত এই আদেশ দেন। মির্জা আব্বাসের পক্ষে জামিন শুনানি করেন এডভোকেট মহিউদ্দিন চৌধুরী। তিনি বলেন সব মামলায় জামিনের আদেশ হওয়ায় আব্বাসের কারামুক্তিতে আর কোন বাধা নেই।
(রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ১৯.০২.২০২৪ রুবাইয়া)

দেশের গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়ে আরএসএফ এর দেয়া ২০২৩ সালের প্রতিবেদনে ভুল তথ্য আছে

তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত বলেছেন বাংলাদেশে সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়ে রিপোর্টার্স উইথআউট বর্ডারস বা আরএসএফ ২০২৩ সালের মে মাসে যে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে তাতে ভুল তথ্য আছে এবং সেখানে বাস্তবতার প্রতিফলন নেই। আজ সোমবার সচিবালয়ে বাংলাদেশের গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়ে রিপোর্টার্স উইথদাউট বর্ডারস এর প্রতিবেদন ও র‍্যাংকিং নিয়ে আয়োজিত প্রেস ব্রিফিং এ প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন। এই র‍্যাংকিং পুনর্মূল্যায়নের জন্য আরএসএফ কে দাপ্তরিকভাবে চিঠি দেয়া হয়েছে বলে জানান তথ্য প্রতিমন্ত্রী।
(রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ১৯.০২.২০২৪ রুবাইয়া)

শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ২০২৪ এর মাতৃভাষা দিবস উদযাপনে সহযোগিতা কামনা করেছেন ঢাবি উপাচার্য

মাতৃভাষা দিবস ২০২৪ উদযাপন সুষ্ঠু এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে সকল শ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারী ও রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি সহযোগিতা কামনা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডক্টর এ এস এম মাকসুদ কামাল। সোমবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়টির অধ্যাপক আব্দুল মতিন ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে এক প্রেসিং এ গণমাধ্যম কর্মীদের সামনে তিনি এই সহযোগিতা চান। (রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ১৯.০২.২০২৪ রুবাইয়া)

এক ঘন্টা চেষ্টার পর নিয়ন্ত্রণে এসেছে রাজধানীর মিরপুর ১২ নম্বর ঝিলপাড় বস্তিতে লাগা আগুন

এক ঘন্টার চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে এসেছে রাজধানী মিরপুর ১২ নম্বর ঝিলপাড় বস্তির আগুন। সোমবার দুপুর দুটার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে এর আগে সোমবার দুপুর ১২:৫৭ মিনিটে অগ্নিকাণ্ডের সংবাদ পায় ফায়ার সার্ভিস। খবর পাওয়ার পর ফায়ার সার্ভিসের আটটি ইউনিট এই আগুন নেভাতে কাজ করে। পরে এক ঘণ্টারও বেশি সময় চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। (রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ১৯.০২.২০২৪ রুবাইয়া)

দ্বাদশ জাতীয় সংসদে ৫০টি সংরক্ষিত নারী আসনে জমা পড়া সবকটি বৈধ ঘোষণা রিটার্নিং কর্মকর্তার

দ্বাদশ জাতীয় সংসদে ৫০টি সংরক্ষিত নারী আসনের মধ্যে জমা পড়া সবগুলো মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করেছেন রিটার্নিং কর্মকর্তা মনিরুজ্জামান তালুকদার। সকালে আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে প্রার্থীদের উপস্থিতিতে যাচাই-বাছাই শেষে এই ঘোষণা দেন তিনি। রিটার্নিং কর্মকর্তা জানান সংরক্ষিত ৫০ আসনের জন্য ৫০টি মনোনয়নপত্র জমা পড়ে।

এগুলো যাচাই-বাছাই করে সবকটি বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসন ৫০টি। এক একটি রাজনৈতিক দল ছয়টি আসনের বিপরীতে একটি করে সংরক্ষিত নারী আসন পান। এবার স্বতন্ত্রদের সমর্থন পাওয়ায় আওয়ামী লীগ ৪৮টি সংরক্ষিত নারী আসনে মনোনয়ন দিয়েছে। আর ১১ আসন পেয়ে জাতীয় পার্টি দিয়েছে দুই আসনে মনোনয়ন। (রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ১৯.০২.২০২৪ রুবাইয়া)

৭৫ সালের পর এবারই সবচেয়ে সুষ্ঠু নির্বাচন হয়েছে : প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন ৭ জানুয়ারির নির্বাচনের আগেও বিএনপি খেলতে চেয়েছিল এই খেলায় তাদেরকে উস্কানি দেয় কিছু মুরব্বি। কিন্তু এবার সফল হতে পারেনি। জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দিয়েছে। রোববার জার্মানির মিউনিখে প্রবাসীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন। ১৯৭৫ পর এবারই সবচেয়ে সুষ্ঠু নির্বাচন হয়েছে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন নির্বাচনের কোথাও এতটুকু খুত পায়নি। যদি মানুষের আস্থা, বিশ্বাস ও ভালোবাসা অর্জন করতে না পারতাম তাহলে টানা চারবার নির্বাচিত হতে পারতাম না। এ সময় প্রবাসী বাংলাদেশীদের দেশের সমৃদ্ধির বিরুদ্ধে সকল প্রকার ষড়যন্ত্রের উপযুক্ত জবাব দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন শেখ হাসিনা। তিনি বলেন কিছু লোক অগ্রগতি ও গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা চায় না তারা এখন মিথ্যা তথ্য ছড়িয়ে দেশের সমৃদ্ধির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। (রেডিও টুডে : ১৩৪৫ ঘ. ১৯.০২.২০২৪ আসাদ)

জার্মানিতে তিন দিনের সরকারি সফর শেষে দেশে ফিরেছেন প্রধানমন্ত্রী

জার্মানিতে তিন দিনের সরকারি সফর শেষে আজ দেশে ফিরেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। মিউনিখ নিরাপত্তা সম্মেলনে অংশ নিতে দেশটিতে গিয়েছিলেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী ও তার সফরের সঙ্গীদের বহনকারী বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি নিয়মিত ফ্লাইট আজ বেলা ১১টায় ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে। এর আগে প্রধানমন্ত্রীকে বহনকারী ফ্লাইটটি রোববার রাতে মিউনিখ ফ্রাঞ্জ জোসেফ স্ট্রস বিমানবন্দর ত্যাগ করে। জার্মানিতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোশারফ হোসেন ভূইয়া বিমান বন্দরে তাকে বিদায় জানান। টানা চতুর্থবারের মতো প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের পর এটাই ছিল শেখ হাসিনার প্রথম সরকারি বিদেশ সফর।
(রেডিও টুডে : ১৩৪৫ ঘ. ১৯.০২.২০২৪ আসাদ)

বাংলাদেশের জিআই পণ্যের তালিকা করতে সরকারকে নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট

বাংলাদেশে জিআই বা ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের তালিকা করতে সরকারকে নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। সোমবার বিচারপতি খুরশিদ আলম সরকার ও বিচারপতি সরদার রাশেদ জাহাঙ্গীরের নেতৃত্বাধীন হাইকোর্ট বেঞ্চ এই নির্দেশ দেন। সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কে আগামী ১৯ মার্চের মধ্যে এই তালিকা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশের টাঙ্গাইল শাড়ি ভারতের জিআই পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার পর নতুন করে আলোচনা শুরু হয় বাংলাদেশের জিআই পণ্য নিয়ে। (রেডিও টুডে : ১৩৪৫ ঘ. ১৯.০২.২০২৪ আসাদ)

বিএনপিপন্থী সাত আইনজীবীর আদালত অবমাননার শুনানি আগামী ২২ শে এপ্রিল পর্যন্ত মুলতবি

বিএনপিপন্থী সাত আইনজীবির বিরুদ্ধে করা আদালত অবমাননার আবেদনের শুনানি আগামী ২২ এপ্রিল পর্যন্ত মুলতবি করেছেন আপিল বিভাগ। বিষয়টি উত্থাপিত হলে প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসানের নেতৃত্বাধীন দেন ৪ সদস্যের আপিল বিভাগ সোমবার এই সময় পর্যন্ত শুনানি মুলতবি করেন। বিএনপিপন্থী সাত আইনজীবী হলেন কায়সার কামাল, এ জে মোহাম্মদ আলী, ফাহিমা নাসরিন, মো. আব্দুল জব্বার ভূঁইয়া, মো. রুহুল কুদ্দুস, মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান খান ও গাজী কামরুল ইসলাম। আপিল বিভাগের দুজন বিচারপতি সম্পর্কে সংবাদ সম্মেলনে দেওয়া বক্তব্যের সূত্র ধরে বিএনপিপন্থী এই সাত আইনের বিরুদ্ধে গত বছরের ২৯শে আগস্ট আদালত অবমাননার অভিযোগে আবেদন করা হয়। আবেদনটি করেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মো. নাজমুল হুদা।
(রেডিও টুডে : ১৩৪৫ ঘ. ১৯.০২.২০২৪ আসাদ)

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসকে ঘিরে কোন ধরনের নিরাপত্তার ঝুঁকি নেই : ডিএমপি কমিশনার

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও মহান শহীদ দিবসকে ঘিরে কোন ধরনের নিরাপত্তার ঝুঁকি নেই বলে জানিয়েছেন ঢাকা মহানগর পুলিশের কমিশনার হাবিবুর রহমান। সোমবার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন। ডিএমপি কমিশনার বলেন আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গের মতো কোনো পরিস্থিতি তৈরি হলে পুলিশ সবসময় প্রস্তুত আছে। কিছু কিছু জায়গায় যান চলাচল নিয়ন্ত্রিত থাকবে। (রেডিও টুডে : ১৩৪৫ ঘ. ১৯.০২.২০২৪ আসাদ)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের ২৭৯ সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। ২০২২ সালের ২০ ডিসেম্বর ঢাবি ছাত্রলীগের আংশিক কমিটি ঘোষনার দীর্ঘ ১৪ মাস পর পূর্ণাঙ্গ কমিটি পেল ঢাবি ছাত্রলীগ। সোমবার সকালে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাদ্দাম হোসেন, সাধারণ সম্পাদক শেখ ওয়ালি আসিফ ইনান, ঢাবি ছাত্রলীগের সভাপতি মাজহারুল কবির শয়ন ও সাধারণ সম্পাদক তানভীর হাসান সৈকত স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এই কমিটির ঘোষণা

দেওয়া হয়। ঘোষিত কমিটিতে সহপতি পদে ৬১ জন, যুগ্মসাধারণ সম্পাদক পদে ১১ জন, সাংগঠনিক সম্পাদক পদে ১১জন এবং অন্যান্য সম্পাদকীয় পদে ৩৬ জন পদ পেয়েছেন। এছাড়া উপ সম্পাদক পদে ১৩৭ জন, সহ-সম্পাদক পদে ১০ জন এবং সদস্য পদে ১১ জন পদ পেয়েছেন। (রেডিও টুডে :১৩৪৫ ঘ. ১৯.০২.২০২৪ আসাদ)

বাগেরহাটের মোল্লাহাটে আওয়ামী লীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে একজন নিহত

বাগেরহাটের মোল্লাহাট উপজেলার মোল্লারকুল গ্রামে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগের দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ হয়ে পান্না মোল্লা নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। এ সময় পুলিশ সদসসহ অন্তত বিশ জন গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। রোববার সন্ধ্যায় স্থানীয় কাজী গ্রুপ ও খাকি গ্রুপের মধ্যে প্রায় ২ ঘন্টা ধরে এই সংঘর্ষ চলে। খবর পেয়ে বাগেরহাট থেকে অতিরিক্ত পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। সংঘর্ষে জড়িত থাকার অভিযোগে দুই গ্রুপের প্রধান লায়েক কাজী ও শাহনাজ খাকি সহ চারজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। উভয় গ্রুপের মধ্যে ফের সংঘর্ষের আশঙ্কায় এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়ন করা হয়েছে। (রেডিও টুডে :১৩৪৫ ঘ. ১৯.০২.২০২৪ আসাদ)

জাগো এফএম

দেশে ফিরলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

জার্মানির মিউনিখে তিনদিনের সরকারি সফর শেষে দেশে ফিরেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সোমবার, ১৯ ফেব্রুয়ারি বেলা ১১টায় বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইটে ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করেন তিনি। এর আগে প্রধানমন্ত্রী ও তার সফরসঙ্গীদের বহনকারী ফ্লাইটটি জার্মানির মিউনিখের ফ্রাঞ্জ জোসেফ স্ট্রস বিমানবন্দর থেকে ১৮ ফেব্রুয়ারি স্থানীয় সময় রাত ৯টা ৮মিনিটে ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। মিউনিখ সিকিউরিটি কনফারেন্সে যোগ দিতে ১৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকা ছেড়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। মিউনিখ সিকিউরিটি কনফারেন্সের সভাপতির আমন্ত্রণে সেখানে যান তিনি। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জয়লাভের পর দেশের বাইরে এটিই প্রথম সরকারি সফর প্রধানমন্ত্রীর। জার্মানিতে অবস্থানকালে মিউনিখ নিরাপত্তা সম্মেলনের উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দেন শেখ হাসিনা। পাশাপাশি তিনি বেশ কয়েকজন বিশ্ব নেতার সঙ্গে বৈঠক করেন। এরমধ্যে রয়েছেন জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শোলৎজ, ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি, নেদারল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী মার্ক রুটে, আজারবাইজানের প্রেসিডেন্ট ইলহাম আলিয়েভ, কাতারের প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ বিন আবদুল রহমান আল-থানি এবং ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী মেটে ফ্রেডেরিকসেন। তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এছাড়া এ সফরে জার্মানিতে বসবাসকারী প্রবাসী বাংলাদেশিদের একটি নাগরিক সংবর্ধনায়ও অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী।

(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ১৯.০২.২০২৪ প্রতীক)

বিএনপির রাজনীতিতে মিথ্যাচার অপরিহার্য বিষয় : আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক

দেশের মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও সার্বভৌমত্বে আওয়ামী লীগ আঘাত করেছে বিএনপি নেতাদের এমন বক্তব্যের বিষয়ে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন, 'কোনো বিবেকবান রাজনীতিবিদ এ কথা বলতে পারেন না। এটা হচ্ছে পাগলের অসংলগ্ন প্রলাপ।' ওবায়দুল কাদের বলেন, 'বিএনপির রাজনীতিতে মিথ্যাচার চিরজীবনই। তাদের রাজনীতিতে মিথ্যাচার অপরিহার্য বিষয়। এটা তাদের চিরাচরিত মিথ্যাচারের ধারাবাহিকতা।' সোমবার, ১৯ ফেব্রুয়ারি দুপুরে রাজধানীর ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এসব মন্তব্য করেন তিনি। ওবায়দুল কাদের বলেন, 'বাংলাদেশে একটা সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই নির্বাচন নিয়ে সমালোচনায় মুখর ছিল বহির্বিশ্বের একটা অংশ। তারপরও আজকে এই সংকটে সিকিউরিটির মতো সেনসেটিভ ইস্যুকে নিমন্ত্রণ করা এবং গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যে অংশগ্রহণ করা এটা বাংলাদেশের গুরুত্বকেই তুলে ধরে। যেখানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যুদ্ধের বিরুদ্ধে, শান্তির পক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখেন। সবচেয়ে বেশি জোরালো বক্তব্যের এই দুঃসাহস আগে কোনো নেতা দেখাতে পারেননি, বিশেষ করে স্টপ জেনোসাইড ইন গাজা নিয়ে। এখানে শেখ হাসিনার সাহসী কূটনীতিই আমরা দেখলাম।' দ্রব্যমূল্য বাড়ছে, সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ সরকার, বিএনপির এমন অভিযোগ নিয়ে সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী বলেন, 'বিরোধী দলের এখন আর কিছু নেই। জনগণ নেই, তাদের কর্মীরাও নেই। এখন কিছু না কিছু তো জনগণ ও কর্মীদের সামনে বলতে হবে। এ জন্য কথামালার চাতুরি তারা করছে।' ওবায়দুল কাদের বলেন, 'কিছু কিছু জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে, আবার কিছুকিছুর দাম কমতির দিকে। বাজারে ওঠানামা চিরদিনই আছে। বিশ্ব প্রতিক্রিয়ায় দ্রব্যমূল্য বাড়ছে বলে সরকার এখানে কোনো উদাসীনতা দেখায়নি। সক্রিয় আছে, সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে নেই, যা করণীয় অবশ্যই করা হচ্ছে।'

মিয়ানমার সীমান্তে উত্তেজনায় নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ওবায়দুল কাদের বলেন, 'সীমান্ত রক্ষায় বাংলাদেশ সদা জাগ্রত। মিয়ানমারে যে অস্থিরতা বিরাজ করছে এর ফলে সীমান্তে নিরাপত্তাজনিত ঝুঁকি থাকতে পারে, হতে পারে। কাজেই এই বিষয়ে আমরা প্রস্তুত আছি। আমাদের প্রস্তুতি আছে।' গোয়েন্দা সংস্থা দিয়ে জাতীয় পার্টিকে ভাঙা হচ্ছে বিএনপির এমন অভিযোগ প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন, 'আজকে যারা জাতীয় পার্টির সংসদে

বিরোধী দল গঠন করেছে এর বাইরে যারা জাতীয় পার্টির নামে কোনো একটা ভাগ সৃষ্টি করা সেটা তাদের নিজেদের ব্যাপার। এতে জাতীয় সংসদে থাকা জাতীয় পার্টির কেউ নেই। জাতীয় সংসদে যারা বিরোধী দল তারা সংসদ সদস্য। এর বাইরে যারা আছেন তারা কেউ সংসদ সদস্য নন। কাজেই এ নিয়ে আমাদের মাথা ঘামানো কিংবা উদ্বেগের কিছু নেই।' ঢাকা শহরের বায়ু দূষণ নিয়ে সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী বলেন, 'বায়ু দূষণ রোধে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে বন ও পরিবেশ এবং জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রী সর্বাত্মক কাজ করে যাচ্ছেন। এরই মধ্যে তিনি কিছু পদক্ষেপ নিয়েছেন। ইটের ভাটা বন্ধ করা একটা বড় কাজ।' সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক বি এম মোজাম্মেল হক, এস এম কামাল হোসেন, মির্জা আজম, সুজিত রায় নন্দী, দফতর সম্পাদক ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আব্দুস সোবহান গোলাপ-সহ কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের নেতারা।
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ১৯.০২.২০২৪ প্রতীক)

আরএসএফের প্রতিবেদন বাস্তবতা বহির্ভূত, পুনর্মূল্যায়নে চিঠি : তথ্য প্রতিমন্ত্রী

বাংলাদেশের গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়ে রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডারস, আরএসএফ-এর প্রতিবেদন বাস্তবতা বহির্ভূত বলে মন্তব্য করেছেন তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত। এজন্য বাংলাদেশ সম্পর্কিত প্রতিবেদন ও র‍্যাংকিং পুনর্মূল্যায়ন করতে আরএসএফ-এর সেক্রেটারি জেনারেলকে রোববার আনুষ্ঠানিকভাবে চিঠি পাঠিয়েছেন বলেও জানান প্রতিমন্ত্রী। সোমবার, ১৯ ফেব্রুয়ারি সচিবালয়ে আরএসএফ-এর সাম্প্রতিক প্রতিবেদন ও র‍্যাংকিং নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন তিনি। প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'সার্বিক বিবেচনায় আরএসএফ-এর সাম্প্রতিক প্রতিবেদন বাংলাদেশের বর্তমান র‍্যাকিং বাস্তবতা বহির্ভূত। এর মাধ্যমে বাংলাদেশের গণমাধ্যম ও সাংবাদিকদের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে সরকারের ধারাবাহিক প্রচেষ্টাকে অবমূল্যায়ন করা হয়েছে।' তিনি বলেন, 'উল্লিখিত সব উদ্যোগ বিবেচনা করে যথেষ্ট বস্তুনিষ্ঠ তথ্য-উপাত্ত নিয়ে আরএসএফ তাদের র‍্যাংকিং মূল্যায়ন করবে বলে সরকার প্রত্যাশা করে। তাহলে বাংলাদেশের গণমাধ্যম ও সাংবাদিকতায় স্বাধীনতার বিষয়ে প্রকৃত অবস্থান ও চিত্র ফুটে উঠবে। বৈশ্বিক গণমাধ্যম সূচকে ১৮০টি দেশের মধ্যে এবার বাংলাদেশের অবস্থান ১৬৩তম।'
আরাফাত বলেন, 'এই প্রতিবেদন ও র‍্যাংকিংয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশে গণমাধ্যমের ক্রমবিকাশ, সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিতকরণ এবং স্বাধীন ও নিরপেক্ষ সাংবাদিকতার জন্য বর্তমান সরকারের অব্যাহত উদ্যোগকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে অস্বীকার করা হয়েছে। দেশের গণমাধ্যম ও সাংবাদিকতার অবাধ স্বাধীনতার প্রকৃত চিত্রের বিপরীতে আরএসএফ-এর মূল্যায়ন অগ্রহণযোগ্য, পক্ষপাতদুষ্ট এবং সত্যের বিচ্যুতি বলে মনে করে সরকার।' প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'আমরা র‍্যাংকিংয়ে আরো ওপরে উঠতে চাই জেনুইনলি। যাতে কেউ এগুলোকে রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার বা অপব্যবহার করে আমাদের বিরুদ্ধে নেগেটিভ ব্র্যান্ডিং করার সুযোগ না পায়, এটি হচ্ছে আমাদের উদ্দেশ্য।'
এ প্রতিবেদন প্রত্যাখ্যান করছেন কি না, এমন প্রশ্নে প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'আমি বলব এই প্রতিবেদনে অনেক ভুল তথ্য আছে। প্রতিবেদনে বাস্তবতার প্রতিফলন ঘটেনি।' তিনি বলেন, 'আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি এগুলো নিয়ে কোনো পলিটিক্যাল বক্তব্যে যাবো না। আমরা একাডেমিক্যালি ধরবো। তথ্য দিয়ে ধরবো, গোঁড়ায় ধরবো, শিকড়ে ধরবো। এগুলোকে চ্যালেঞ্জ করা হয়নি বলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। অসত্য, ভুল এবং মিথ্যাকে প্রতিষ্ঠিত হতে দেবো না। যেটা সত্য সেটা দিয়ে আমরা অসত্যকে চ্যালেঞ্জ করবো। এই ধরনের প্রতিবেদনে জাতীয় বা আন্তর্জাতিকভাবে এমন কিছু যদি থাকে যেটি সত্য এবং আমাদের বিপক্ষে সমালোচনা। সেগুলোকে আবার আমরা স্বাগত জানাবো। নিজেদের শুধরে নেওয়ার চেষ্টা করবো। সেখানে কোনো সমস্যা বা প্রতিবাদ থাকবে না। প্রতিবাদ থাকবে শুধু অসত্য, অর্ধসত্য ও ভুল তথ্য এবং বাস্তবতার প্রতিফলন না ঘটিয়ে কোনো ধরনের নেগেটিভ ব্র্যান্ডিং যেখানে হবে।' মোহাম্মদ আলী আরাফাত আরো বলেন, 'আমরা বুদ্ধিভিত্তিক জায়গা থেকে বাংলাদেশের বিপক্ষে যে কোনো অসৎ যা কিছু হবে সেগুলোকে চ্যালেঞ্জ করতে থাকবো।' (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ১৯.০২.২০২৪ প্রতীক)

জিআই পণ্যের তালিকা প্রস্তুত করতে হাইকোর্টের নির্দেশ

টাঙ্গাইলের শাড়ি নিয়ে আলোচনা শুরু হওয়ার পর এবার বাংলাদেশের জিওগ্রাফিক্যাল আইডেন্টিফিকেশন, জিআই বা ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের তালিকা করতে সরকারের সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে আগামী ১৯ মার্চের মধ্যে এ তালিকা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সোমবার, ১৯ ফেব্রুয়ারি হাইকোর্টের বিচারপতি খুরশীদ আলম সরকার ও বিচারপতি সরদার রাশেদ জাহাঙ্গীরের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এ নির্দেশ দেন। বাংলাদেশের টাঙ্গাইল শাড়ি ভারতের জিআই পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার পর নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে বাংলাদেশের জি আই পণ্য নিয়ে। গত কয়েক বছরে বাংলাদেশের মোট ২১টি পণ্য জিআই হিসেবে নিবন্ধিত হলেও মোট ১৪টি পণ্যের জন্য নতুন করে আবেদন করা হয়েছে। এছাড়া আবেদনের প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে আরো দুইটি পণ্য। কোনো পণ্যের জন্য আবেদন করার অর্থ এই নয় যে সেগুলো জিআই সনদ পাওয়ার মতো যোগ্য বা পাবেই। নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর নির্ধারিত হয় যে কোন পণ্য এই তালিকায় উঠবে। যাচাই-বাছাইয়ের পর এগুলোর

কোনোটি যদি জিআই সনদ পেয়ে যায় তাহলে তখন সেগুলো বাংলাদেশের নিজস্ব পণ্য হিসেবে বিশ্ব দরবারে পরিচিতি লাভ করবে। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ১৯.০২.২০২৪ প্রতীক)

একুশে ফেব্রুয়ারি ঘিরে নিরাপত্তা ঝুঁকি নেই : ডিএমপি কমিশনার

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও শহীদ দিবসকে ঘিরে কোনো ধরনের নিরাপত্তা ঝুঁকি নেই বলে জানিয়েছেন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের কমিশনার হাবিবুর রহমান। সোমবার, ১৯ ফেব্রুয়ারি বেলা ১১টায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের একথা বলেন তিনি। ডিএমপি কমিশনার বলেন, 'এই মুহূর্তে আমাদের কাছে কোনো নিরাপত্তা ঝুঁকি নেই। তারপরও পুলিশ সব ধরনের নিরাপত্তা হুমকি বিশ্লেষণ করে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।' তিনি বলেন, 'আমাদের সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা বইমেলায় রয়েছে। সেখানে একটা কন্ট্রোল রুম স্থাপন করে ক্যামেরার মাধ্যমে সব ধরনের সিকিউরিটি ইকুইপমেন্ট এবং সিকিউরিটি ইউনিট সেখানে কাজ করছে। আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গের মতো কোনো পরিস্থিতি তৈরি হলে পুলিশ সব সময় প্রস্তুত রয়েছে। একুশে ফেব্রুয়ারি যেহেতু গভীর রাত এবং ঢাকা শহরের মানুষ এদিকে আসবেন সেজন্য যানজট নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। কিছু কিছু জায়গায় যান চলাচল নিয়ন্ত্রিত থাকবে। কোনো কোনো জায়গা দিয়ে গাড়ি এদিকে ঢুকতে পারবে। সাধারণত পলাশীর মোড় দিয়ে শহীদ মিনারে আসার রাস্তাটা রাখা হয়েছে এবং বাহির হওয়ার রাস্তাটাও নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।' তিনি আরো বলেন, 'সমগ্র এলাকা সিসিটিভি ক্যামেরা দ্বারা আচ্ছাদিত থাকবে। আমাদের বোম্ব ডিস্পোজাল টিম, সোয়াট টিম, ফায়ার সার্ভিস, মেডিকেল টিমসহ অন্যান্য টিম নিরাপদ দূরত্বে স্ট্যান্ডবাই থাকবে। শহীদ মিনার এলাকায় সার্বক্ষণিক তল্লাশি ব্যবস্থা এবং পেট্রলিংয়ের ব্যবস্থা রয়েছে। ড্রোন পেট্রলিং, মোবাইল পেট্রলিং এবং সাইবার পেট্রলিং এর মাধ্যমে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।' ডিএমপি কমিশনার আরো বলেন, 'যারা কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে আসবেন তাদের প্রতি আমাদের অনুরোধ সবাই পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে এখানে আসবেন এবং শৃঙ্খলা মেনে চলবেন। সব নাগরিকের কাছ থেকে পুলিশ সহনশীল আচরণ প্রত্যাশা করে।' (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ১৯.০২.২০২৪ প্রতীক)

এক ইঞ্চি জমিও কেউ আর দখল করতে পারবে না : মেয়র তাপস

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ডিএসসিসির এক ইঞ্চি জমিও কেউ আর অবৈধভাবে দখল করতে পারবে না বলে জানিয়েছেন সংস্থাটির মেয়র শেখ ফজলে নূর তাপস। সোমবার, ১৯ ফেব্রুয়ারি সকালে মতিঝিল মিডল সার্কুলার রোড কাঁচাবাজারের দোকান বরাদ্দপ্রাপ্তদের চাবি হস্তান্তর অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি। শেখ তাপস বলেন, 'দোকানগুলো ১৯৯৭ সালে মেয়র মোহাম্মদ হানিফের আমলে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল। দীর্ঘ সময় প্রকৃত বরাদ্দপ্রাপ্তরা সেসব বুঝে পাননি। দুই যুগেরও বেশি সময় ধরে অনেক দোকান অবৈধ দখলদাররা ভোগ করে আসছিলেন। কিন্তু আমরা থাকতে সিটি কর্পোরেশনের এক ইঞ্চি জমিও কেউ আর অবৈধভাবে দখল করতে পারবে না। তাই আজ প্রকৃত বরাদ্দপ্রাপ্তদের সেসব দোকান বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে।' মেয়র আরো বলেন, 'যারা প্রকৃত বরাদ্দগ্রহীতা, প্রাপক তারাই সেখানে সঠিকভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করবেন। তারা আমাদের অংশীজন, হকদার। তাই তাদের বরাদ্দ বুঝিয়ে দিতে কোনো ধরনের প্রতিকূলতা আমাদের বাধাগ্রস্ত করতে পারবে না। আমরা সব প্রতিকূলতা অতিক্রম করবো ইনশাআল্লাহ।' অনুষ্ঠানে ৫৭ জনের মাঝে চাবি হস্তান্তর করা হয়। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ১৯.০২.২০২৪ প্রতীক)

বাজারে সরকারের নিয়ন্ত্রণ নেই : রিজভী

আওয়ামী লীগের সিন্ডিকেটের কারণে বাজারে সরকারের নিয়ন্ত্রণ নেই বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। তিনি বলেন, 'নিত্যপণ্যের বাজার যে সরাসরি সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রিত তা বিভিন্ন সময় ইশারা ইঙ্গিতে আওয়ামী লীগের নেতারা প্রকাশ্যে বলেছেন। বাজারে দ্রব্যমূল্যের আগুনে পুড়ছে সাধারণ মানুষ আর অর্থ বিত্তের পুকুরে সাঁতার কাটছে সরকারের লোকজন।' সোমবার, ১৯ ফেব্রুয়ারি নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন। রিজভী বলেন, 'রমজানকে সামনে রেখে এখন থেকেই সরকারের সিন্ডিকেট চক্র জনগণের পকেট কাটতে বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। গত ৮ ফেব্রুয়ারি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, এনবিআর চাল, ভোজ্যতেল, চিনি ও খেজুর আমদানিতে শুল্ক কমানোর ঘোষণা দিলেও বাজারে এর কোনো প্রভাব তো পড়েইনি উল্টো গত ১০ দিনে রমজান সংশ্লিষ্ট কয়েকটি পণ্যের দাম অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গেছে। শুল্ক কমানোর পরে ঐ ৪টি পণ্যের দাম কেজিতে ৪০ টাকা কমার কথা, কিন্তু কমেনি তো বটেই বরং এই চারটি পণ্যের দাম কেজিতে ১০ থেকে ২০ টাকা বেড়ে গেছে। পাইকারি পর্যায়ে প্রতি কেজি চিনি বিক্রি হচ্ছে ১৩৪ টাকা দরে, যা এক সপ্তাহ আগে ১৩২ টাকায় বিক্রি হতো। এখন খুচরা বাজারে খোলা চিনির কেজি ১৪০ থেকে ১৪৫ এবং প্যাকেটজাত চিনি ১৪৮ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। এখনো সেই দরে কিনতে হচ্ছে চিনি।'

তিনি বলেন, 'গ্যাস নেই, রাস্তায় যানজট, বিদ্যুতের সীমাহীন লোডশেডিং, দুর্গন্ধময় ওয়াসার পানি, বাজারে আগুন। আওয়ামী সিন্ডিকেট চাঁদাবাজি, ছিনতাইসহ নিত্যপণ্যের দাম লাগামহীন ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে দিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়সহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে ছাত্রলীগ গড়ে তুলেছে নারীর শ্লীলতাহানিসহ সন্ত্রাস আর নৈরাজ্যের অভয়ারণ্য। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এখন রক্তাক্ত এবং নারীদের জন্য বিপজ্জনক স্থান। সরকারী দলের প্রশ্রয়ে

শহর, নগর, বন্দরে দাপিয়ে বেড়ানো কিশোর গ্যাংয়ের ছিনতাই, চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস, হামলা ও খুনাখুনিতে মানুষ আতঙ্কিত। সব মিলিয়ে কেবল এই রাজধানী ঢাকা নয়, পুরো দেশটাকেই যাতনাময় বিষাদলোকে পরিণত করেছে সরকার।' রিজভী বলেন, 'রাজনৈতিক চরিত্র হারিয়ে আওয়ামী লীগ এখন বন্দুক নির্ভর দলে পরিণত হয়েছে। এই দলটির সব পর্যায়ের নেতাদের কথা-বার্তায়, আচার-আচরণে জনগণের প্রতি অশ্রদ্ধা, অবহেলা ফুটে উঠেছে।'

ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের সাম্প্রতিক বক্তব্যের কঠোর সমালোচনা করে রিজভী বলেন, 'ওবায়দুল কাদের সাহেবের বলার আর করার কিছু নেই। তিনি আওয়ামী লীগের জড় পদার্থে পরিণত হয়েছেন। যেভাবে চালানো হয় তিনি সেভাবেই চলেন। তিনি দখলদার মাফিয়া টিমের মুখপাত্র।' সংবাদ সম্মেলনে বিএনপি চেয়ারপার্সনেরর উপদেষ্টা জয়নুল আবেদিন ফারুক, আবুল খায়ের ভূঁইয়া, সহ দফতর সম্পাদক মোঃ মুনির হোসেন উপস্থিত ছিলেন। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ১৯.০২.২০২৪ প্রতীক)

৮১ দূতাবাসের মাধ্যমে কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখছে বাংলাদেশ : পররাষ্ট্রমন্ত্রী

বাংলাদেশ সরকার ৮১টি দূতাবাসের মাধ্যমে অন্যান্য দেশের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখছে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। সোমবার, ১৯ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তরে নুরুন্নবী চৌধুরীর লিখিত প্রশ্নের জবাবে তিনি এ তথ্য জানান। এসময় স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী বৈঠকের সভাপতিত্ব করেন। মন্ত্রী বলেন, 'বাংলাদেশ সরকার ৮১টি দূতাবাসের মাধ্যমে অন্যান্য দেশের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখছে। প্রাথমিকভাবে দূতাবাসগুলো ভাড়া করা ভবনের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা শুরু করে থাকলেও পরবর্তীতে ২০১৬ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত তিনটি পর্যায়ে ৩২টি মিশনের জন্য জমি থাকা সাপেক্ষে নিজস্ব ভবন নির্মাণ, অথবা জমিসহ তৈরি ভবন ক্রয়ের জন্য প্রধানমন্ত্রী পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে নির্দেশনা দিয়েছেন।' মন্ত্রী জানান, বর্তমানে বিশ্বের ১৪টি দেশে মোট ১৭টি দূতাবাসের নিজস্ব ভবন রয়েছে। এর মধ্যে এশিয়ায় পাঁচ দেশে ছয়টি, ইউরোপে সাত দেশে সাতটি, আফ্রিকায় একটি, উত্তর আমেরিকায় তিনটি নিজস্ব মিশন রয়েছে। এছাড়াও নেপাল, ইন্দোনেশিয়া, মায়ানমার, অস্ট্রেলিয়া, কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও মিশরে বাংলাদেশের মালিকানাধীন জমি রয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক পাকিস্তান, ভূটান, ব্রুনাই, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানি, ও সৌদি আরবে চ্যান্সারি কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প চলমান আছে।' এম আবদুল লতিফের এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, 'বর্তমানে বাংলাদেশে ৫১টি বিদেশি দূতাবাস রয়েছে।'

(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ১৯.০২.২০২৪ প্রতীক)

ধনী-গরিবের ব্যবধান কমাতে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়নাধীন : পরিকল্পনামন্ত্রী

আয় বৈষম্য ও ধনী-গরিবের ব্যবধান কমিয়ে আনার জন্য সরকারের মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি বহুমাত্রিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নাধীন আছে বলে জানিয়েছেন পরিকল্পনামন্ত্রী আব্দুস সালাম। সোমবার, ১৯ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তরে জাতীয় পার্টির মোঃ মুজিবুল হকের লিখিত প্রশ্নের জবাবে তিনি এ তথ্য জানান। এসময় স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী বৈঠকের সভাপতিত্ব করেন। মন্ত্রী বলেন, 'অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের শাসনামলে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকে যথেষ্ট অগ্রগতি অর্জন করেছে। বৈশ্বিক অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সত্ত্বেও জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৩ দশমিক ৪৫ শতাংশ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২১-২২ অর্থবছরে ৭ দশমিক ১০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। জাতীয় দারিদ্র্যের হার ২০১৬ সালের ২৪ দশমিক ৩ শতাংশ হতে ২০২২ সালে ১৮ দশমিক ৭ শতাংশে নেমে এসেছে। চরম দারিদ্র্যের হারও ২০১৬ সালের ১২ দশমিক ৯ শতাংশ হতে অর্ধেকের বেশি হ্রাস পেয়ে ২০২২ সালে ৫ দশমিক ৬ শতাংশে নেমে এসেছে। অর্থাৎ ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০২৫ সাল নাগাদ চরম দারিদ্র্য হ্রাসের যে লক্ষ্যমাত্রা তা এরইমধ্যে অর্জিত হয়েছে।' তিনি বলেন, 'এটি সত্য যে, উচ্চ হারে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ও উল্লেখযোগ্য হারে দারিদ্য কমলেও আয়-বৈষম্য হ্রাস সময়সাপেক্ষ বিষয়। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ১৯.০২.২০২৪ প্রতীক)

মাদক সংক্রান্ত বিচারাধীন মামলা ৮২ হাজার ৫০৭টি : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

বর্তমানে দেশের আদালতগুলোতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতরের মাদক সংক্রান্ত বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ৮২ হাজার ৫০৭টি বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান। তবে গত ৫ বছরে এ সংক্রান্ত ১০ হাজার ২৫৯টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে বলেও জানান তিনি। সোমবার, ১৯ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদের অধিবেশনে স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য মুহাম্মদ সাইফুল ইসলামের এক প্রশ্নের লিখিত উত্তরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এসব তথ্য জানান। এসময় স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'বর্তমানে দেশের বিভিন্ন বিচারিক আদালতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতরের মাদক সংক্রান্ত বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ৮২ হাজার ৫০৭টি। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ অনুসারে মাদকসহ আটক হওয়ার তারিখ থেকে ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে মামলার তদন্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করার বিধান রয়েছে। এ বিধানের আলোকে অধিদফতরের দায়ের করা মামলাগুলোর তদন্ত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়েছে।'

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'মাদকের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত জিরো টলারেন্স বাস্তবায়নে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতরসহ সব আইন-প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বিগত ৫ বছরে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতরের দায়ের করা মামলার মধ্যে ১০ হাজার ২৫৯টি মামলা বিচারিক আদালতে নিষ্পত্তি হয়েছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ এর আলোকে মহানগর দায়রা জজ, দায়রা জজ, চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের এখতিয়ারাধীন এলাকার জন্য এক বা একাধিক এখতিয়ার সম্পন্ন আদালত নির্দিষ্ট করার বিধান রাখা হয়। বর্তমানে এ বিধানের আলোকেই আদালতে মাদক মামলার বিচারিক কার্যক্রম চলমান রয়েছে।'
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ১৯.০২.২০২৪ প্রতীক)

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় ৫৩ জনের দেহে করোনা ভাইরাস শনাক্ত

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় ৫৩ জনের দেহে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। এ নিয়ে মোট আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২০ লাখ ৪৭ হাজার ৯৭০ জনে। এ সময়ে করোনায় আক্রান্ত হয়ে কারো মৃত্যু হয়নি। ফলে মোট মৃত্যুর সংখ্যা ২৯ হাজার ৪৮৬ জনে অবস্থান করছে। সোমবার, ১৯ ফেব্রুয়ারি স্বাস্থ্য অধিদফতর থেকে পাঠানো করোনা বিষয়ক নিয়মিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় ২৪ ঘণ্টায় করোনা থেকে সুস্থ হয়েছেন ৪৯ জন। এ পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ১৫ হাজার ৯১ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় পরীক্ষা করা হয় ৭২৪ নমুনা। পরীক্ষার বিপরীতে শনাক্তের হার ৭ দশমিক ৩২ শতাংশ। মহামারির শুরু থেকে এ পর্যন্ত মোট শনাক্তের হার ১৩ দশমিক শূন্য ৮ শতাংশ। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ১৯.০২.২০২৪ প্রতীক)

BBC

ISRAEL INDICATES DEADLINE FOR OFFENSIVE IN RAFAH

Israeli war cabinet member Benny Gantz has warned that unless Hamas frees all hostages held in Gaza by 10 March an offensive will be launched in Rafah. It is the first time Israel has said when its troops might enter Gaza's overcrowded southern city. Global opposition is growing to such an attack in Rafah, where some 1.5 million Palestinians are sheltering. Earlier, the UN public health agency said a key Gaza hospital had ceased to function following an Israeli raid. (BBC Web Page: 19/02/24, FARUK)

CREW ABANDON SHIP OFF YEMEN AS HOUTHIS CLAIM ATTACK

The crew of a commercial vessel in the Gulf of Aden abandoned ship after an attack claimed by Yemen's rebel Houthi movement, authorities say. A Houthi military spokesman said the Belize-flagged, British-registered cargo ship Rubymar was at risk of sinking after being hit by missiles. The UK Maritime Trade Operations agency said an unnamed ship was abandoned off Yemen after being damaged by a blast. Lloyd's List Intelligence reported that the Rubymar was hit by two missiles. (BBC Web Page: 19/02/24, FARUK)

DOZENS SHOT DEAD IN PAPUA NEW GUINEA AMBUSH

Dozens of people have died in a tribal dispute in Papua New Guinea's remote Highlands region, authorities say. The victims were shot dead during an ambush in the Enga province over the weekend, a national police spokesman told the BBC. The Highlands area has long struggled with violence, but these killings are believed to be the worst in years. An influx of illegal firearms have made clashes more deadly and fuelled a cycle of violence. Authorities initially said at least 64 people have died. But later reports said they had miscounted and revised the toll down to 26. (BBC Web Page: 19/02/24, FARUK)

'LOSE-LOSE' ANXIETY MARKS GLOBAL SECURITY TALKS IN MUNICH

It's called the Munich Rule: engage and interact; don't lecture or ignore one another. But this year, at the 60th Munich Security Conference (MSC), two of the most talked-about people weren't even here. That included former US President Donald Trump, whose possible return to the White House could throw a spanner in the work of the transatlantic relationship, which lies at the heart of this premier international forum. And Russia's President Vladimir Putin, who was vehemently blamed by one world leader after another for the death of his most prominent critic Alexei Navalny, not to mention his full-scale invasion of Ukraine, which continues to cast a long dark shadow across Europe and far beyond.
(BBC Web Page: 19/02/24, FARUK)

ISRAEL CONDEMNS LULA LIKENING GAZA WAR TO HOLOCAUST

Israel has condemned Brazil's president after he accused Israel of committing genocide in Gaza, comparing its actions to the Holocaust. Luiz Inacio Lula da Silva said Israel's military campaign was between a highly prepared army and women and children. Israel's foreign

minister described Lula's comments as antisemitic and said he was "persona non grata" in the country until he retracted them. The main Jewish organization in Brazil has also criticized Lula's comments. (BBC Web Page: 19/02/24, FARUK)

TWO POLICE AND A MEDIC KILLED IN MINNESOTA SHOOTING

Minnesota police say two officers and a paramedic have been killed in a shooting at a family home. The gunman, who was barricaded inside his Burnsville home with seven children, opened fire as officers tried to negotiate with him. The dead officers were named as Paul Elmstrand and Matthew Ruge, both 27, and the paramedic was Adam Finseth, 40. The attacker also died in the incident, which followed a domestic abuse call in the early hours of Sunday morning. (BBC Web Page: 19/02/24, FARUK)

BRUTAL DONKEY SKIN TRADE BANNED IN 55 COUNTRIES

Animal welfare charities have welcomed an Africa-wide ban on the controversial donkey skin trade. It will make it illegal to slaughter donkeys for their skin in 55 countries across the continent. Demand for the animals' skins is fuelled by the popularity of an ancient Chinese medicine called Ejiao, traditionally made from donkey hides. African state leaders approved the ban at the conclusion of the African Union summit in Ethiopia on Sunday. The charity, the Donkey Sanctuary, called the trade "brutal and unsustainable" and said it had decimated donkey populations around the world, particularly in Africa and South America.
(BBC Web Page: 19/02/24, FARUK)

SPECIAL FORCES STOPPED AFGHAN TROOPS SETTLING IN UK

UK Special Forces blocked Afghan troops they had fought alongside from relocating to the UK after the Taliban seized power, BBC Panorama can reveal. Leaked documents show special forces rejected applications despite some containing compelling evidence of service alongside the British military. Afghan commandos accompanied British special forces on some of the most dangerous missions of the conflict. The Ministry of Defence said it was conducting an independent review. (BBC Web Page: 19/02/24, FARUK)

ALERT AS TORRENTIAL RAINS HIT BOLIVIA, KILLING DOZENS

Hundreds of towns and villages in Bolivia have been put under alert as torrential rains continue to wreak havoc in the South American country. Officials say 33 people have died since November due to the rains, which have triggered landslides and caused rivers to burst their banks. The death toll is eight times higher than in the same period last year. Officials are carefully monitoring a number of dams which they fear could overflow. Deputy Minister for Civil Defence, Juan Carlos Calvimontes, said out of Bolivia's 340 municipalities, 10 had been put on the highest alert, and another 279 were on orange alert - the second highest. (BBC Web Page: 19/02/24, FARUK)

::THE END::